اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

জিহাদের পরিচয়, ফযিলাত, প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও ফযিলাত এবং শাহাদাতের মর্যাদা।

আবু উসামা

আল্লাহর পথে জিহাদ

আবু উসামা

প্রথম প্রকাশ ঃ মে ২০১৫ ইং
রজব ১৪৩৬ হিজরি
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জুন ২০১৬ ইং
রমাযান ১৪৩৭ হিজরি

প্রকাশনায় ঃ আত তাহমীদ প্রকাশনী

প্রকাশকের অনুমতি প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে, কোন রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যতিত বিনামূল্যে সম্পূর্ণ ফ্রী বিতরণের জন্য ছাপাতে চাইলে প্রকাশক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র

Allahor Pathe Jihad
Written By: Abu Usamah
Published By : At Tahmid Prokashoni
First Print : 2015
Second Print : June 2016
Price : Taka 50.00 Only

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِنَّ الۡحَمۡدَ لِلّٰهِ نَحۡمَدُهٗ وَنَسۡتَعِيۡنُهٗ وَنَسۡتَغۡفِرُهٗ وَنَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنۡ شُرُوۡرِ اَنۡفُسِنَا

وَمِنۡ سَيِّاٰتِ اَعۡمَالِنَا مَنۡ يَّهۡدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنۡ يُّضۡلِلۡ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

وَاَشۡهَدُ اَنۡ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ وَاَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهٗ وَرَسُوۡلُهٗ-

আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। সলাত, সওম, হজ্জ ও যাকাতের মতই এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। কিন্তু বর্তমানে আল্লাহর এই বিধান তথা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। আজ জিহাদ এর নাম শুনামাত্র আমাদের সমাজের মুসলিমদের অন্তরে এক ভীতির সৃষ্টি হয়। এর কারণ হলো ইহুদী-খ্রিষ্টান তথা সমস্ত কুফফার শক্তিগুলো আজ “জিহাদ” সম্পর্কে মুসলিমদের অন্তরে এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, জিহাদ মানেই হলো ‘সন্ত্রাস’। যা কুফফারদের দীর্ঘদিনের চক্রান্তের ফসল, এই চক্রান্ত তারা যুগ যুগ ধরে করে আসছে। অথচ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক অংশজুরে আল্লাহ তা‘আলা জিহাদ এর বিধি-বিধান সম্পর্কে বলে দিয়েছেন। সুতরাং জিহাদ মানে সন্ত্রাস নয়, জিহাদ মানেই হচ্ছে ‘রহমাত’। জিহাদের মাঝে আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের জন্য কল্যাণ রেখে দিয়েছেন। তাই জিহাদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতেই আমাদের এই প্রয়াস।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এই বইয়ে কোন ভুল আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই তা আমাদেরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে জিহাদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে জিহাদের ময়দানে অংগ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। এবং আমাদের সকলকে সঠিক দ্বীনের (ইসলামের) উপর অটল অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

বিনীত

আবু উসামা

সূচীপত্র

জিহাদের ফযিলাত সমূহ

আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়ার ফযিলাত।

জিহাদী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও ফযিলাত।

মুজাহিদদের ফযিলাত।

শহীদদের মর্যাদা।

জিহাদ এর পরিচিতি

আভিধানিক অর্থঃ اَلْجِهَادُ শব্দটি আরবি। এর মূল শব্দ হচ্ছে جَهْدٌ ও جُهْدٌ (জাহদুন ও জুহদুন)। এর অর্থ হলো - কঠোর পরিশ্রম, সর্বশক্তি নিয়োগ, সর্বাত্মক প্রচেষ্ঠা ইত্যাদি।

ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ অর্থ।

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর কালিমা বা তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করার জন্য এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জান, মাল তথা সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করাকেই ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়।

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ রসূলুল্লাহ ﷺ এর মতে।

রসূলূল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ : قَالَ وَمَا الْجِهَادُ قَالَ أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ قَالَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ

অর্থঃ আমর ইবনে আবাসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদ কি? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যখন তাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হয়। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তির জিহাদ সর্বোত্তম যার ঘোড়া যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছে এবং সে নিজেও বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদাত বরণ করেছে।[১]

উক্ত হাদিসে স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ বলে দিলেন জিহাদ কাকে বলে।

[১] জামিউল আহাদিস ১০১৪৪, মুসনাদে আহমাদ ১৭০২৭; আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২/১৬৬; মাজমাউজ যাওয়াইদ ৩/২১০; হাদিস সহিহ।

জিহাদ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উলামায়ে কিরামগণ অনেকগুলো বিষয় উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

❖ اِظْهَارُ الدِّيْنِ অর্থাৎ দ্বীনকে বিজয়ী করা।

জিহাদ ফরয হওয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি মূল উদ্দেশ্য হল, মানব রচিত সকল মতবাদ যেমন- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং পূর্বেকার সকল ধর্মীয় মতবাদ যেমন- ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি মতবাদকে ধ্বংস করে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আকারে প্রতিষ্ঠিত করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন

هُوَ الَّذِىْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

অর্থঃ তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ৩৩)

❖ كَسْرُ شَوْكَةِ الْكُفَّارِ অর্থাৎ কাফেরদের শক্তিকে চূর্ণ করে দেওয়া।

এটি জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। কারণ মানুষের স্বভাব হল পৃথিবীতে যারা শক্তিশালী, মানুষ তাদের অনুসরণ করে। তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাল-চলন, রীতি-নীতি অনুসরণ করে। যেমন- বর্তমানে মুসলিম যুবকেরা ইংরেজদের ভাষা, চাল-চলন, রীতি-নীতি, লেবাস-পোষাক, তারিখ-মাস সবকিছুতে অনুসরণ করে। মুসলিম দেশগুলো ইংরেজদেরকে অভিভাবক ও মুরব্বী জ্ঞান করে। অথচ কুরআনে বলা হয়েছে।

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهٗ مِنْهُمْ

অর্থঃ আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয়ই তাদেরই একজন। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৫১)

কাফের শক্তি বিজয়ী থাকলে তারা মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক তাদের ধর্মে নিয়ে যাবে। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا

অর্থঃ আর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, যদি তারা পারে। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২১৭)

তাদেরকে যতই খোশামোদ-তোষামোদ করা হোক না কেন তাদেরকে কোনভাবে সন্তুষ্ট করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

অর্থঃ আর ইহুদী ও নাসারা (খ্রিষ্টান) কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষন না তুমি তাদের মিল্লাতের (ধর্মের) অনুসরণ কর। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ১২০)

❖ نُصْرَةُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَرَدُّ الْعُدْوَانِ অর্থাৎ অসহায় অত্যাচারিত মানুষদের সাহায্য এবং যালিমদেরকে প্রতিহত করা।

এটি জিহাদের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করেছেন। কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল। পৃথিবীর নেযাম চলার জন্য এটি খুবই প্রয়োজন ছিল। যাতে একে অপরকে কাজে লাগাতে পারে। যদি সকলে সমান হত তাহলে রাস্তার ঝাড়ুদার, সুইপার, মেথর, কুলি-মজুর কোথায় পাওয়া যেত? এই জন্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন স্তর তৈরী করে দিয়েছেন। কিন্তু এই সুযোগে ধনীরা দরিদ্রের উপরে, শক্তিশালীরা দুর্বলদের উপরে যুলুম, নির্যাতন, নিপিড়ন, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। ঐ মাযলুম নির্যাতিত মানুষদেরকে মুক্ত করা জিহাদের আরেকটি মূখ্য উদ্দেশ্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

অর্থঃ আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা (ফরিয়াদ করে) বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৭৫)

❖ اَلدَّعْوَةُ اِلَى اللهِ অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা।

রসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন এলাকায় জিহাদের জন্য সেনাদল পাঠাতেন তখন প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দিতেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন না। বরং তাদের জান মালের নিরাপত্তা একজন সাধারণ মুসলিমের সমতুল্য বলেই বিবেচিত হত। এ প্রসঙ্গে হাদিসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيْهِ فَوَاللهِ لَاَنْ يَهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

অর্থঃ সাহাল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ...অতঃপর তুমি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের প্রতি আল্লাহর যে হক্ব রয়েছে তা জানাও। আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কোন একজনকে হিদায়াত দিবেন তা তোমার জন্য লাল উষ্ট্রি (দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদের) চেয়েও উত্তম।[১]

উপরোক্ত বাক্যটি 'ঐতিহাসিক খায়বার' যুদ্ধের কমান্ডার ঘোষণা করার হাদিসের একটি অংশ। এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রাঃ) এর হাতে ইসলামের পতাকা দিয়ে তাকে উপরোক্ত অসিয়তটি করেন। বুঝা গেল ঐ যুদ্ধেও ইহুদীদেরকে হত্যা করা ও তাদের অর্থ সম্পদ দখল করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং ইসলামের দাওয়াত-ই মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

❖ জিহাদের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিম ও মুনাফিকের পরিচয় স্পষ্ট করা।

রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

[১] সহিহ বুখারি ৪২১০, ২৯৪২, ইফাবা হাঃ ৩৮৯৫; তৃতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৩।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে কখনো যুদ্ধ করেনি এবং মনে মনে যুদ্ধের আকাঙ্খা পোষণ করেনি, সে মুনাফিকির একটি অংশ নিয়ে মারা গেল।[১]

এই হাদিসে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জিহাদ ত্যাগ করা মুনাফিকির একটি লক্ষণ। সাহাবায়ে কিরামগণের ঈমানের সত্যতা ও প্রমাণ হয়েছে জিহাদের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا - لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

অর্থঃ আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন এটিই তো তাই। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল। মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে তাদের কৃত প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ (যুদ্ধে শাহাদত বরণ করে) তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ (শাহাদাত বরণের) প্রতিক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোন পরিবর্তনই করেনি। যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কৃত করতে পারেন এবং তিনি চাইলে মুনাফিকদের আযাব দিতে পারেন অথবা তাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ২২-২৪)

[১] সহিহ মুসলিম ৪৮২৫, ইফাবা হাঃ ৪৭৭৮, ইসে হাঃ ৪৭৭৯।

এ আয়াতে যারা জিহাদের মাধ্যমে বিরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। অথবা তার অপেক্ষায় রয়েছেন। তাদেরকে সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর যারা এর বিপরীত চরিত্রের অধিকারী তাদেরকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং জিহাদের মাধ্যমে সত্যিকার মুমিন আর মুনাফিক পৃথক হয়ে যায়।

❖ **إِقْلَاعُ الْفِتْنَةِ ফিৎনার মূলোৎপাটন করা।**

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

অর্থঃ আর ফিতনা হত্যার চেয়ে কঠিনতর। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ১৯১)

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

অর্থঃ আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২১৭)

আর এই ফিতনাকে চিরতরে নির্মূল করার যে অপারেশন করতে হবে তার নামই হচ্ছে জিহাদ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

অর্থঃ আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ব দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) পরিপূর্ণ প্রতিষ্টিত হয়ে যায়। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৩৯)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

অর্থঃ আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ১৯৩)

জিহাদ এর প্রকারভেদ

জিহাদ দুই প্রকার। যথাঃ-

এক. جِهَادُ الدَّفْعِ (প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ।)

দুই. جِهَادُ الطَّلَبِ أَوِ الْإِبْتِدَاءِ (আক্রমণাত্মক জিহাদ।)

جِهَادُ الدَّفْعِ হলো সেই জিহাদ যেখানে শত্রুরা আগে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করেছে অতঃপর মুসলিমরা তা প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ করে। আর যখন শত্রুকে তাড়া করে তারই দেশে তার সাথে যুদ্ধ করা হয় অর্থাৎ মুসলিমরা যখন শত্রুদের উপর প্রথমে আক্রমণ করে তখন সেই জিহাদকে বলা হয় جِهَادُ الطَّلَبِ أَوِ الْإِبْتِدَاءِ

(جِهَادُ الدَّفْعِ) প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের দলিল।

প্রথম দলিল ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَقَاتِلُوْا فِى سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ

অর্থঃ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ১৯০)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ সকল শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

দ্বিতীয় দলিল ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْأَدْبَارَ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফিরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরন করবে না। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ১৫)

উক্ত আয়াতে যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের মুখোমুখি হলে পালাতে নিষেধ করা হয়েছে। চাই সেটা নিজেদের আক্রমণ করার কারণে হোক অথবা কাফিরদের আক্রমণের কারণেই হোক। যেভাবে হোক যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো যাবে না। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক গুণাহ থেকে বেচে থাক। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ! সেগুলো কি? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, যুদ্ধের দিন ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী মুমিন নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।[১]

এই হাদিস থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে, গুণাহে কাবীরার মধ্যে সাতটি গুণাহকে أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ বা বড় কবীরা গুনাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো। এর দ্বারা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ ফরজ হিসেবে প্রমাণিত হলো।

তৃতীয় দলিল ঃ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন-

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

অর্থঃ বস্তুত যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ১৯৪)

এই আয়াতে সেই জিহাদের কথা বলা হয়েছে যেখানে সীমালঙ্ঘনকারী শত্রুকে আক্রমণ করা হয় যে প্রথমে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করেছে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন- আত্মরক্ষার জন্য জিহাদ হলো সবচেয়ে জরুরী যাতে আগ্রাসী শক্তিকে মুসলিমদের পবিত্র স্থান ও দ্বীন থেকে হটিয়ে দেয়া হয়। আর এটি সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। ঈমান আনার পর সবচেয়ে বড় ওয়াজিব

[১] সহিহ বুখারি ২৭৬৬, ৫৭৬৪, ৬৮৫৭, ইফাবা হাঃ ২৫৭৫।

হলো- আগ্রাসী শত্রু যে এই দ্বীন ও জীবনকে কলুষিত করে তাকে প্রতিহত করা। এক্ষেত্রে কোন শর্ত নেই। বরং একে যে কোন উপায়ে প্রতিহত করতে হবে।[১]

চতুর্থ দলিলঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

অর্থঃ যদি তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা কর। আর কাফেরদের প্রতিদান এরূপই হয়ে থাকে। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ১৯১)

পঞ্চম দলিলঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ

فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে তার মাল রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ, যে তার পরিবার রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ, যে তার দ্বীন রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ।[২]

অর্থাৎ কেউ যদি তার জান, মাল অথবা দ্বীন ধ্বংস করতে চায় আর সে তা প্রতিহত করতে গিয়ে নিহত হয় তাহলে সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। উপরোক্ত আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ প্রমাণিত হলো।

جِهَادُ الطَّلَبِ أَوِ الْإِبْتِدَاءِ **আক্রমনাত্মক জিহাদের দলিল।**

প্রথম দলিল ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ

مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য উৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তাওবাহ

---

[১] আল ইখতিয়ারাতুল ইলমিয়্যাহ, ১ম খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা। মাজমুউল ফাতওয়া লি ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৮ খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা।

[২] সুনানে আবু দাউদ ৪৭৭২, ইফাবা হাঃ ৪৬৯৭; সুনানে তিরমিযি ১৪২১, ইফাবা হাঃ ১৪২২, ১৪২৩, ১৪২৫; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৪০৯৫, ৪০৯৬; হাদিস সহিহ।

করে, সলাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ৫)

দ্বিতীয় দলিল ঃ অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ

অর্থঃ তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য দ্বীন, যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে।
(সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ২৯)

মহিমাময় ও সুমহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের খুঁজে খুঁজে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বলেছেন। তাদেরকে অবরোধ করতে বলেছেন। আর এই আয়াতগুলো জিহাদের আয়াতসমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত। আর এগুলো 'মানসুখ' (বাতিল) করা হয়নি। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবাগণ এবং তাদের পরবর্তীগণ এই আয়াতসমূহ অনুসরণ করেছেন যতক্ষণ না আল্লাহ এই দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ

অর্থঃ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল, আর সলাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত

আদায় করে। অতঃপর যদি তারা তা করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের অন্য কোন বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের প্রকৃত হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট।[১]

মুসলিমে বর্ণিত বুরাইদা (রাঃ) এর হাদিস, রসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোন বাহিনী বা প্লাটুনের (বাহিনীর অংশ) জন্য একজন আমীর নিয়োগ করতেন, তিনি তাকে একান্তভাবে উপদেশ দিতেন। আল্লাহকে ভয় করার এবং তার অন্যান্য মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা থাকতো তাদেরকে উত্তম (উপদেশ) দিতেন। তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। যুদ্ধ কর কিন্তু আত্মসাৎ (গণিমত) করো না। আর বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং মুশরিকদের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করো না (লাশ বিকৃতকরণ) এবং শিশুদের হত্যা করো না। আর তোমরা যদি মুশরিকদের মধ্য থেকে তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখী হও, তবে তাদের তিনটি বিষয়ের দিকে ডাকবে......। এসব দলিল ও ইতিপূর্বে জিহাদের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখিত দলিল স্পষ্টভাবে সেই জিহাদের কথাই বলে, যেখানে শত্রুর উদ্দেশ্যে বের হয়ে তার দেশে তার সাথে যুদ্ধ করা হয়। আর এটাই হলো জিহাদ আত-তালাব।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা যা বলতে চাই তা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, কেউ যদি বলে 'জিহাদ আত-তালাব' ইসলামের অন্তর্ভূক্ত নয়, তবে সে উপরের উল্লেখিত আয়াত ও হাদিস সমূহ অস্বীকার করলো।

ফরযে কিফায়া ও ফরযে আইন

ফরযে 'আইন' হল এমন ফরয যা প্রতিটি মানুষের জন্য আলাদা ভাবে আদায় করা ফরয। অন্য কেউ আদায় করলে চলবে না। যেমন- সলাত, যাকাত ইত্যাদি। এগুলো যার উপর ফরয তাকেই আদায় করতে হবে। অনুরূপ হারাম কাজগুলো বর্জন করা প্রত্যেকের উপর আবশ্যক।

ফরযে কিফায়া ঐ ফরযকে বলা হয় যা প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। কেউ গুনাহগার হবে না। অবশ্য সাওয়াবের অধিকারী হবে কেবলমাত্র তারাই যারা আমল করবে। আর যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক কাজটি আদায় না করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন- সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজে নিষেধ করা, জানাযার সলাত ইত্যাদি।[২]

---

[১] সহিহ বুখারি ২৫, ইফাবা হাঃ ২৪; সহিহ মুসলিম ৩৬, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২২), ইফাবা হাঃ ৩৬, ইসে হাঃ ৩৭।

[২] জামে ফি ত্বালাবিল ইলমিশ শরীফ ৫২ পৃষ্ঠা।

যে সকল ক্ষেত্রে জিহাদ ফরযে আইন হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরযে কিফায়া। তবে চার অবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

এক. إِذَا دَخَلَ الْكُفَّارُ بَلْدَةً مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ যখন কাফিররা মুসলিমদের ভূমিতে আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে।[১]

দুই. إِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ وَتَقَابَلَ الزَّحْفَانِ

অর্থাৎ যখন দু'টি বাহিনী (কাফির এবং মুসলিম বাহিনী) যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এবং একে অপরকে যুদ্ধের আহ্বান করতে শুরু করে।[২]

তিন. إِذَا اسْتَنْفَرَ الْإِمَامُ أَفْرَادًا أَوْ قَوْمًا وَجَبَ عَلَيْهِمُ النَّفِيْرُ

অর্থাৎ যখন খলীফা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা নির্দিষ্ট গোত্রকে জিহাদের আহ্বান জানায় তখন ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট গোত্রকে অবশ্যই যুদ্ধে বেরিয়ে পড়তে হবে।

চার. إِذَا أَسِرَ الْكُفَّارُ مَجْمُوْعَةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ যখন কাফিররা মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু লোককে বন্দী করে নিয়ে যায়। তখন তাদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করা ফরয হয়ে যায়।[৩]

যদি কাফিররা মুসলিদের ভূমিতে প্রবেশ করে তাহলে সালফে সালেহীনগণ, তাদের উত্তরসূরীগণ, চার মাযহাবের আলেমগণ (মালেকী, হানাফী, শাফেঈ, হাম্বলী), মুহাদ্দিসগণ, মুফাসসীরগণ এবং ইসলামের ইতিহাসের সর্বকালের, সর্বমতের আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, এই অবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। ফরযে আইন ঐ সকল মুসলিমদের উপর যাদের ভূমি কাফিররা আক্রমণ করেছে অথবা যারা আক্রান্ত মুসলিম ভূমির কাছাকাছি রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সন্তানকে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে, স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে, দাসকে তার মুনিবের কাছ থেকে এবং দেনাদারকে তার পাওনাদারের কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না। যদি ঐ আক্রান্ত অঞ্চলের মুসলিমরা সৈন্যের ঘাটতির কারণে অথবা অক্ষমতা কিংবা গাফলতির কারণে কাফিরদেরকে তাদের ভূমি হতে বিতাড়িত করতে না

---

[১] সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ১৯০।

[২] সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ ঃ ৪, সূরা আনফাল ৮ ঃ ১৫, ৪৫।

[৩] হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কুরাইশরা উসমান (রাঃ) কে বন্দী করেছিল, এরই প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ ﷺ ১৪ শত সাহাবীর হাত থেকে বাইয়াত নিয়েছিলেন। (আর রাহীকুল মাখতুম, হুদায়বিয়া সন্ধি অধ্যায়)

পারে তখন এই ফরযে আইনের হুকুমটি ঐ আক্রান্ত ভূমির নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর বর্তাবে, যদি তারাও সক্ষম না হয় তাহলে তার নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি তাদেরও গাফলতি অথবা জনশক্তির ঘাটতি থাকে তাহলে পরবর্তীতে তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলিমদের উপর এই হুকুম বর্তাতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ঘাটতি পূরণ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে এটি পুরো দুনিয়ার মুসলিমদের উপর ফরযে আইন হয়ে যাবে।[১]

এই বিষয়ের উপর **ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন-** প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ, যার মাধ্যমে আগ্রাসী শত্রুদের (মুসলিমদের ভূমি থেকে) বের করে দেয়া হয়, এটি জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিহাদ। সর্বজন স্বীকৃত যে, দ্বীন এবং নিজেদের সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে একটি আবশ্যক দায়িত্ব। ঈমান আনার পর প্রথম বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল আগ্রাসী শত্রুদেরকে পার্থিব জান-মাল ও দ্বীনের উপর আগ্রাসনকে প্রতিহত করা। এক্ষেত্রে কোন ওজর-আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই যেমন- জিহাদ করার সামান অথবা বাহন নেই ইত্যাদির অজুহাত দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং যার যতটুকু সামর্থ্য আছে তা নিয়েই জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। আলেমগণ, আমাদের সহকর্মীগণ এবং অন্যান্যরাও এ বিষয়ের উপর একমত।[২]

বর্তমানে জিহাদের হুকুম কি?

প্রখ্যাত মুজাহিদ আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, "কিভাবে একজন মুসলিম স্থিরচিত্তে বসে থাকতে পারে, যখন মুসলিম রমনীগণ শত্রু পরিবেষ্টিত। যারা তাদের গাল চাপড়িয়ে কাঁদে এবং তাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কে স্মরণ করে। যখন তাদের সম্ভ্রম বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন তারা অস্থির হয়ে বলে, হায়! আমরা যদি ভূমিষ্টই না হতাম। তারা এতই অসহায় যে, শত্রুর কবল থেকে হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকে না।"[৩]

আজকে মুসলিম জাতির প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস ইহুদীদের দখলে, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, কাশ্মির, চেচনিয়া, বসনিয়া, সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি মুসলিম দেশগুলোর উপর কুফফার তথা সকল তাগুতি শক্তিগুলো চাচ্ছে মুসলিমদের নাম-নিশানা এই পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিতে। তাই তারা লক্ষ লক্ষ মুসলিমদেরকে হত্যা, তাদের বাড়ী-ঘর এমনকি তাদের মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অতএব এই মুহূর্তে প্রত্যেক মুসলিমের উপর জিহাদ 'ফরযে আইন।'

---

[১] আদ্দিফা আন আরাদিল মুসলিমীন ২৭ পৃষ্ঠা।

[২] আল ইখতিয়ারাতুল ইলমিয়্যাহ; ১/২৭০, ফাতওয়া আল কুবরা লি ইবনে তাইমিয়াহ; ৫/৫৩৬।

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/৪১৬।

জিহাদের ফযিলাত সমূহ

জিহাদের অনেক ফযিলাত রয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে তা উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) বের হওয়ার ফযিলাত।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

অর্থঃ আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম।[১]

অন্য আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

অর্থঃ সাহাল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার সকল কিছু থেকে উত্তম।[২]

মুমিনদের জান-মাল আল্লাহ তা'আলা ক্রয় করে নিয়েছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِى

سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ

---

[১] সহিহ বুখারি ২৭৯২, ইফাবা হাঃ ২৫৯৭; সহিহ মুসলিম ৪৭৬৭, ইফাবা হাঃ ৪৭২০, ইসে হাঃ ৪৭২১।

[২] সহিহ বুখারি ২৭৯৪, ইফাবা হাঃ ২৫৯৯।

وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ

وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও তার মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। এর বিনিময়ে যে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, কখনো হত্যা করে এবং কখনো নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল এবং কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দ কর তোমাদের সেই সওদার জন্য যা তোমরা তার সাথে করেছ আর এটাই হল বিরাট সাফল্য। (সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ১১১)

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হচ্ছে বেচা-কেনা করতে হলে চারটি জিনিস প্রয়োজন হয়। ১. مُشْتَرِى ক্রেতা। ২. بَائِعٌ বিক্রেতা। ৩. مَبِيْعٌ পণ্য। ৪. ثَمَنٌ মূল্য।

এখানে আল্লাহ হচ্ছেন ক্রেতা আর মুমিনগণ হচ্ছে বিক্রেতা, মুমিনদের জান-মাল হচ্ছে পণ্য এবং জান্নাত হচ্ছে বিনিময়। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বিক্রিত পণ্য বিক্রেতার চেয়ে ক্রেতার কাছে গুরুত্ব বেশী তাই সে তা মূল্য দিয়ে ক্রয় করে থাকে। বুঝা গেল যে আল্লাহর কাছে মুমিনদের জান ও মাল কত গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মালিক পূর্ব থেকেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই। শুধুমাত্র জিহাদের ময়দানে আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল ব্যয় করার গুরুত্ব এবং ফযীলত বয়ান করার জন্যই নিজেকে ক্রেতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এ আয়াতে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইসলামের বিভিন্ন দলে যারা কাজ করে তাদের প্রায় সকলকেই শুধুমাত্র আয়াতের প্রথমাংশ অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন, এইটুকু পড়তে শুনা যায়। অতঃপর তারা নিজেদের দল বা নিজ নিজ কাজের দিকে আয়াতটি ঘুড়িয়ে দেয়। অথচ বিক্রিত মাল কোথায়, কিভাবে হস্তান্তর করতে করতে হবে, মালের কোয়ালিটি কি রকম হবে, তা সবকিছু আয়াতের বাকী অংশটুকুতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো উল্লেখ না করে ইহুদি-খৃষ্টান, মুনাফিক মুরতাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ বেঈমানদের খুশি করার জন্য কৌশলে ঐ গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু এড়িয়ে যায়। এটা একধরণের "তাহরীফ" (কুরআনের বিকৃতি)। নদীতে বাঁধ দিয়ে যেরকম নদীর স্রোতকে অন্যদিকে ঘুড়িয়ে দেওয়া হয় ঠিক তেমনভাবে ইসলামের জিহাদের নাম শুনলে যারা অসন্তুষ্ট হয় তাদের খুশি করার জন্য আয়াতের প্রথমাংশ পাঠ করে অন্য দিকে ঘুড়িয়ে দেওয়া হয়। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরের অংশে স্পষ্টভাবে

বলেছেন, يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে অতঃপর তারা মারে ও মরে।

এখানে বিক্রিত মাল কোথায় কিভাবে হস্তান্তর করা হবে (অর্থাৎ বাজার) তা উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো যুদ্ধের ময়দান। যেখানে মারামারি আছে, কখনো তারা শত্রুকে হত্যা করবে আবার কখনো তারা নিজেরা শহীদ হবে। সুতরাং যেখানে কোন মারামারি নেই, রাস্তায় চলার সময় ধুলা-বালু উড়ে না এমনকি পিপড়াও টের পায় না, জিহাদ বিমূখ দাওয়াতী কাজ করার কারণে সবাই তাদের ভালবাসে তারাও এই আয়াতের প্রথম অংশটি দিয়ে নিজেদের স্বপক্ষে দলিলপেশ করে থাকে। তারা যদি পূর্ণ আয়াতটি পাঠ করত তাহলেই বুঝতে পারত যে, এখানে আল্লাহর রাস্তা বলতে এমন কোন রাস্তাকে বুঝানো হয়নি যেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে আরামে ঘুম দিয়ে আসরের সময় উঠে দলবদ্ধভাবে অস্ত্র-শস্ত্র বিহীন পিপড়ার ন্যায় আস্তে আস্তে পায়চারী করা হয়। যেখানে তাদের উপর কেউ হামলা করার আশঙ্কা নেই বরং তাগুত, মুনাফিক, সেক্যুলার সকলেই তাদের নুসরাতের নামে মেহমানদারী করে থাকে।

এ আয়াতে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, আমরা যখন কারো নিকট জমি কিনতে যাই তখন তিনটি জিনিষ খুব ভাল করে দেখি (১) জমির দলিলঠিক আছে কিনা? (২) জমির মালিক ভাল কিনা? (৩) জমির দখল আছে কিনা? আবার দেখতে গিয়ে বাংলাদেশী মানুষেরা তিনটি পর্চা যাচাই করে বাংলাদেশ আমলের, পাকিস্তান আমলের এবং ব্রিটিশ আমলের অর্থাৎ আর. এস. সি. এস. এস. এ। ঠিক তেমনিভাবে এই আয়াতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ "তাওরাত, ইনজীল এবং কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে।" বলে মূসা (আঃ) এর আমলের দলিলতাওরাত, ঈসা এর আমলের দলিলইনজীল এবং আমাদের দলিলকুরআনের উল্লেখ করেছেন। এরপরে আয়াতের বাকী অংশ দিয়ে অন্যান্য সংশয় গুলো দূর করা হয়েছে।

এর পরে বেচাকেনার সময় যেমন কোয়ালিটি উল্লেখ করা হয়ে থাকে ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের থেকে যে পণ্য ক্রয় করেছেন (মুমিনদের জান ও মাল) তার কোয়ালিটি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْآمِرُوْنَ

بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থঃ তারা তাওবাহ্‌কারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, আল্লাহর পথে ভ্রমণকারী, রুকুকারী, সাজদাহ্‌কারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎ কাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হিফাজতকারী। আর তুমি সুসংবাদ দাও মুমিনদেরকে।
(সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ১১২)

সুতরাং যাদের মধ্যে এই কোয়ালিটি নেই সে সকল লোকের জান ও মাল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্রয় করেন না।

যারা জিহাদ করে তারা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

অর্থঃ সমান নয় সেসব মুমিন যারা বিনা ওযরে ঘরে বসে থাকে এবং ঐসব মুমিন যারা আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে। যারা স্বীয় জান এবং মাল দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের উপর যারা বসে থাকে। আর প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদীনদের মহান পুরস্কারের শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপরে। এসব তাঁর তরফ থেকে মর্যাদা ক্ষমা ও রহমাত। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৯৫-৯৬)

আল্লাহর পক্ষ থেকে মহা পুরস্কারের অঙ্গিকার।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থঃ সুতরাং তারা যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তারপর সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক অবশ্যই আমি তাকে দান করব মহাপুরস্কার। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৭৪)

আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টির অঙ্গিকার।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ- يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ- خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ

অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আর তারাই প্রকৃত সফলকাম। তাদের রব তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় অনুগ্রহের ও সন্তোষের এবং জান্নাতের যার মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী নিয়ামাত। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার। (সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ২০-২২)

আল্লাহর সাহায্য ও অটল থাকার অঙ্গিকার।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় রাখবেন। (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ ঃ ৭)

আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সত্যবাদীদের সঙ্গী হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে (ভয় কর) তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। (সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ১১৯)

পীর-সুফীগণ এ আয়াতে বর্ণিত 'সত্যবাদী' বলতে তাদের পীর সাহেবদের উদ্দেশ্য করে থাকেন। অথচ এটি একটি মনগড়া, বিভ্রান্তিকর এবং কুরআন বিকৃতি মূলক ব্যাখ্যা। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই সত্যবাদীদের পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

অর্থঃ মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর কোন সন্দেহ পোষণ করেননি। আর নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই হচ্ছে সত্যবাদী। (সূরা হুজরাত ৪৯ ঃ ১৫)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুজাহিদীনদেরকে সত্যবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর প্রথম আয়াতে সাধারণ মুসলিমদেরকে এই সত্যবাদীদের সঙ্গী হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন।

আসন্ন বিজয়ের অঙ্গিকার।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ- تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ- وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি বানিজ্যের সন্ধান দেব? যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে। তা এই যে তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। তিনি (আল্লাহ) তোমাদের গুণাসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে নহর সমূহ এবং এমন মনোরম গৃহে যা রয়েছে অনন্তকাল বসবাসের জন্য। এটাই মহা সাফল্য। আর অন্য একটি অনুগ্রহও রয়েছে, যা তোমরা পছন্দ কর। তা হলো আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয় এবং আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দিন। (সূরা সফ ৬১ ঃ ১০-১৩)

জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْاَعْمَالِ أَفْضَلُ- اَوْ : أَيُّ الْاَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ، قِيْلَ: ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ اَلْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ، قِيْلَ: ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আমাল কোনটি বা কল্যাণকর কাজ কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা। আবার জিজ্ঞস করা হলো এরপর কোন জিনিস উত্তম? তিনি বললেন, জিহাদ হচ্ছে সকল কাজের চূড়া বা শিখর। আবার প্রশ্ন করা হলো এরপর কোন জিনিস উত্তম? তিনি বললেন, (আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হজ্জ।[১]

অপর একটি হাদিসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْاَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُوْدِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ رَأْسُ الْاَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

অর্থঃ মু'আজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ এর সাথে ছিলাম, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মূল, তার স্তম্ভ এবং সর্বোচ্চ চূঁড়ার সন্ধান দেব না? আমি বললাম হ্যাঁ অবশ্যই আপনি তা দিবেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দ্বীনের মূল হলো ইসলাম, খুঁটি হলো সলাত এবং তার সর্বোচ্চ শিখর বা চূঁড়া হলো জিহাদ।[২]

[১] সুনানে তিরমিযি ১৬৫৮, ইফাবা হাঃ ১৬৬৪; মুসনাদে আহমাদ ৭৮৬৩; হাদিসটি হাসান-সহিহ।
[২] সুনানে তিরমিযি ২৬১৬ ২৬১৭, সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৯৭৩, ইফাবা হাঃ ৩৯৭৩; হাদিস সহিহ।

উপরোক্ত হাদিস দু'টির মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, একটি বিল্ডিং যেমন ছাদ বিহীন অর্থহীন, তেমনি ইসলাম নামক বিল্ডিংটিও ছাদ বিহীন অর্থহীন। আর ইসলামের সেই ছাদটি হচ্ছে "আল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ।"

জিহাদের সমতুল্য কোন আমল নেই।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُوْمَ وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِيْ طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে আবেদন করল, আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা জিহাদের সমতুল্য হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না এমন কোন আমল আমি পাই না। তবে মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হওয়ার সাথে সাথে মসজিদে প্রবেশ করে লাগাতার সলাত আদায় করতে থাকবে কোন প্রকার ক্লান্ত হবে না এবং সওম আদায় করতে থাকবে কোন ইফতার করবে না। যদি তুমি এগুলো পার তাহলে তা জিহাদের সমতুল্য হতে পারে। লোকটি বললো এটা কে করতে সক্ষম? অর্থাৎ লাগাতর সলাত এবং সওম আদায় করা যেহেতু সম্ভব নয় সুতরাং জিহাদের সমতুল্য আমলও আর নেই। অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, মুজাহিদের ঘোড়া চলার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এবং সেই অনুযায়ী সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।[১]

জিহাদ ঈমান পরীক্ষার কষ্টি পাথর।

রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:

[১] সহিহ বুখারি ২৭৮৫, ইফাবা হাঃ ২৫৯১।

عَنْ أَبِيْ مُثَنَّى الْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَايِعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَتُصَلِّي الْخَمْسَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- قَالَ قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَمَّا اثْنَتَانِ فَلَا أُطِيْقُهُمَا أَمَّا الزَّكَاةُ فَمَالِي إِلَّا عَشْرُ ذَوْدٍ هُنَّ رِسْلُ أَهْلِي وَحَمُوْلَتُهُمْ وَأَمَّا الْجِهَادُ فَيَزْعُمُوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَلَّى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ فَأَخَافُ إِذَا حَضَرَنِي قِتَالٌ كَرِهْتُ الْمَوْتَ وَجَشِعَتْ نَفْسِي قَالَ فَقَبَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدَهُ ثُمَّ حَرَّكَهَا ثُمَّ قَالَ : لَا صَدَقَةَ وَلَا جِهَادَ فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُبَايِعُكَ فَبَايَعَنِي عَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ

অর্থঃ আবু মুছান্না আল আবদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনুল খাসাসিয়্যাহ (রাঃ) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বাইয়াত দানের উদ্দেশ্যে আগমন করলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কিছু শর্ত দিলেন। তুমি এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং রসূলুল্লাহ ﷺ তার বান্দা ও রসূল, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, বাইতুল্লাহর হজ্জ আদায় করবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ আমি এর মধ্যে দু'টি কাজ করতে সক্ষম নই। একটি হলো যাকাত, কেননা আমার নিকট দশটি উট রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমার পরিবার চলাফেরা করে এবং জিনিষপত্র আনা নেওয়ার কাজ করে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে জিহাদ, কারণ লোকেরা বলে, যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসবে সে আল্লাহর রাগ (গজব) এবং গোস্বা নিয়ে ফিরে আসলো। আমার ভয় হয় যে, যখন আমি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের সম্মুখীন হবো তখন মৃত্যুকে অপছন্দ করবো এবং নিজের প্রাণের ব্যাপারে ভীত হয়ে পলায়ণ করি কিনা?

একথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত গুটিয়ে নিলেন এবং হাত নাড়াতে লাগলেন এবং বললেন, সাদকাও করবে না, জিহাদও করবে না তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে কিভাবে? এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! এখন আমি আপনাকে বাইয়াত দিতে চাই। আপনি আমার কাছ থেকে উপরোক্ত সকল কাজের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করুন। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট থেকে এই সবগুলো বিষয়ের উপর বাইয়াত গ্রহণ করলেন।[১]

এই উম্মাতের ভ্রমণ (ট্যুরিজম) আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِئْذَنْ لِيْ فِيْ السِّيَاحَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالٰى

অর্থঃ আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ভ্রমণ/পর্যটন এর জন্য অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হচ্ছে আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।[২]

একাগ্রচিত্তে ইবাদত করার চেয়ে জিহাদ উত্তম।

বর্তমানে অনেককেই দেখা যায় বিভিন্ন খানকায় অথবা মসজিদে নির্জনে একাগ্রচিত্তে একাকি ইবাদতে মশগুল থাকে। বিশেষ করে সুফী বিশ্বাসী যারা তাদেরকে আধ্যাত্মিকতার নামে নিঃসঙ্গতা ও নির্জন বাসকে খুব গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। এ কারণে এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, নির্জনে একাগ্রচিত্তে ইবাদত করা উত্তম না আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হওয়া উত্তম? এই প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন-

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهٗ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِيْ

[১] সুনানে কুবরা আল বায়হাকী ১৮২৫২; হাদিস সহিহ।

[২] সুনানে আবু দাউদ ২৪৮৬, ইফাবা হাঃ ২৪৭৮; হাদিসটি হাসান।

سَبِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হল, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, ঐ মুমিন ব্যক্তি যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। আবার প্রশ্ন করা হলো, তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ মুমিন ব্যক্তি যে পাহাড়ের কোন উপত্যকায় বাস করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং মানুষকে তার ক্ষতি থেকে বাঁচায়।[১]

এ হাদিসে পরিস্কার হয়ে গেল যে, নির্জনে একাকী ইবাদত করার চেয়ে জিহাদে বের হওয়া উত্তম। এই প্রসঙ্গে আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيْبِهَا فَقَالَ لَوْ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِيْ هٰذَا الشِّعْبِ وَلَنْ أَفْعَلَ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِيْ بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ اغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামদের মধ্য থেকে কোন এক ব্যক্তি একটি পাহাড়ের উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন, যেখানে সুমিষ্ট পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, আমি যদি লোকদের থেকে আলাদা হয়ে নির্জনে এখানে ইবাদত করার জন্য অবস্থান করতে পারতাম (তাহলে কতই না ভাল হতো) কিন্তু এই কাজটি আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুমতি ছাড়া করবো না। অতঃপর সে

---

[১] সহিহ বুখারি ২৭৮৬, সহিহ মুসলিম ৪৯৯৪।

রসূলুল্লাহ ﷺ কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল, তিনি বললেন, না তুমি এই কাজটি করবে না। কেননা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে সামান্য সময় দাঁড়িয়ে থাকা ঘরে বসে একাকি সত্তর বছর ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুক এবং জান্নাতে প্রবেশ করান? তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর। জেনে রেখ! যে ব্যক্তি উটের দুধ দোহন সময় পরিমান যুদ্ধ করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[১]

এ হাদিস দু'টি স্পষ্ট প্রমান করে যে, নির্জনে একাকি ইবাদত করার চেয়ে জিহাদ করা অনেক উত্তম।

জিহাদের মাধ্যমে দুঃখ বেদনা দূর হয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ

অর্থঃ উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা তোমাদের জন্য আবশ্যক। নিশ্চয়ই তা জান্নাতের দরজা সমূহের একটি দরজা বিশেষ। এর দ্বারা আল্লাহ তোমাদের চিন্তা দূর করে দিবেন।[২]

জিহাদের মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা একশ গুন বৃদ্ধি পায়।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا سَعِيْدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُوْ سَعِيْدٍ فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ وَأُخْرٰى

---

[১] সুনানে তিরমিযী ১৬৫০, ইফাবা হাঃ ১৬৫৬; হাদিসটি হাসান।

[২] মুসনাদে আহমদ ২২৭১৯, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৯২৭৮; হাদিসটি হাসান।

يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন: হে আবু সাঈদ! যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে নাবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে কথাটি শুনে আবু সাঈদ অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ কথাটি আমাকে আবার বলুন। তিনি কথাটি পুনরায় বললেন। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এছাড়াও আরও একটি কাজ রয়েছে যা জান্নাতে বান্দার মর্যাদাকে একশো গুণ বৃদ্ধি করে দেয়। যার প্রত্যেক দুই স্তরের ব্যবধান হলো আকাশ ও জমিনের দুরত্বের সমান। আবু সাঈদ বললেন, সে কাজটি কি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।[১]

সামান্যতম সময় যুদ্ধ করার অকল্পনীয় পুরুস্কার।

রসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيْدٍ ». زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى مِنْ هُنَا : « وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ وَرِيْحُهَا رِيْحُ الْمِسْكِ

অর্থঃ মু'আজ বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (বর্ণনাকারী) রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি উটনির দুধ দোহনের মত সামান্য সময় আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে

[১] সহিহ মুসলিম ৪৭২৬, সুনানে নাসায়ী ৩১৩১।

শাহাদাতের মৃত্যু আবেদন করে অতঃপর সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তাকে অবশ্যই শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তির সামান্য জখম হয় অথবা চামড়া ছিলে যায় নিশ্চয়ই উহা কিয়ামতের দিবসে আরও বেশী জখম হয়ে উঠবে। রং হবে জাফরানের এবং ঘ্রাণ হবে মেশক আম্বরের।[1]

জিহাদের কাতারে অবস্থান করার ফযিলাত।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। (সূরা সফ ৬১ ঃ ৪)

কাফির এবং তার হত্যাকারী মুসলিম জাহান্নামে একত্রিত হবে না।

রসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ

وَقَاتِلُهٗ فِي النَّارِ أَبَدًا

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন কাফির এবং তার হত্যাকারী মুমিন কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না।[2]

সর্বোত্তম আমাল জিহাদ।

ঈমানের পর সর্বোত্তম আমল হলো জিহাদ। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ

فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ

مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ

[1] আবু দাউদ ২৫৪৩, সুনানে নাসায়ী ৩১৪১।

[2] সহিহ মুসলিম ৪৭৮৯, ইফাবা হাঃ ৪৭৪২, ইসে হাঃ ৪৭৪৩।

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো এরপরে কোন আমল? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো এরপর কি? তিনি বললেন, কবুল হজ্ব।[১]

আরেকটি হাদিসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ إِيْمَانٌ لَا شَكَّ فِيْهِ ، وَغَزْوٌ لَا غُلُوْلَ فِيْهِ ، وَحَجٌّ مَبْرُوْرٌ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম আমল হলো সংশয় মুক্ত ঈমান, খিয়ানত মুক্ত যুদ্ধ এবং কবুল হাজ্ব।[২]

যে জিহাদ করে সেই পূর্ণাঙ্গ মুমিন।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ

أَكْمَلُ إِيْمَانًا قَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ

অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী কারীম ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, সবচেয়ে পরিপূর্ণ ঈমানদার কে? উত্তরে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।[৩]

জিহাদ বায়তুল্লাহ নির্মানের চেয়ে উত্তম আমাল।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

---

[১] সহিহ বুখারি ২৬, ইফাবা হাঃ ২৫; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৩১৩২।

[২] মুসনাদে আহমাদ ৭৫১১, সহিহ ইবনে হিব্বান ৪৫৯৭; হাদিস সহিহ।

[৩] সুনানে আবু দাউদ ২৪৮৫, ইফাবা হাঃ ২৪৭৭; হাদিস সহিহ।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُبَالِى أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُسْقِىَ الْحَاجَّ- وَقَالَ آخَرُ مَا أُبَالِى أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ. وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلٰكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ "أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" اَلْآيَةَ إِلٰى آخِرِهَا

অর্থঃ নুমান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর মিম্বারের পাশে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইসলাম গ্রহণের পর আমি যদি আর কোন সৎ কাজই না করি তবে আমার কোন পরওয়া নেই, তবে আমি হাজিদের পানি পান করাব (অর্থাৎ আমার মতে এটিই সর্বাধিক সওয়াবের কাজ)। অপর এক ব্যক্তি বলল, ইসলাম গ্রহণের পর মাসজিদে হারাম নির্মাণ করা ব্যতীত অন্য কোন আমাল না করলেও আমার কোন আপত্তি নেই। আরেক ব্যক্তি বলল, তোমরা যে কথা বললে তার চাইতে ফযীলতপূর্ণ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা। তখন উমার (রাঃ) সকলকে ধমক দিলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর মিম্বারের কাছে তোমরা আওয়াজ করো না। আর সে দিনটি ছিল জুমার দিন। উমার (রাঃ) বললেন, তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করেছিলে আমি সে বিষয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ কে জুমার সলাতের পর জিজ্ঞেস করব। এমতাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন: "তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো আর মাসজিদে হারাম নির্মাণ করাকে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য মনে করছ যে আল্লাহ এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর কাছে এরা মোটেই সমমানের নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।"[১]

---

[১] সহিহ মুসলিম, ইফাবা হাঃ ৪৭১৮।

এ আয়াতে জিহাদকে মাসজিদুল হারাম নির্মাণ করা এবং হাজিদের পানি পান করানোর চেয়ে ও বহুগুনে বেশী মর্যাদার অধিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

পিতা-মাতার খিদমতের পর সর্বোত্তম আমাল জিহাদ।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلٰى مِيْقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে কোন আমলটি বেশী প্রিয়? তিনি ﷺ বললেন, সঠিক সময়ে সলাত আদায় করা। আমি বললাম তারপর কি? তিনি বললেন, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম এরপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।[১]

সলাতের পর সর্বোত্তম আমাল জিহাদ।

রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থঃ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই সলাতের পর সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।[২]

জিহাদের ময়দানে সওম রাখার ফযিলাত।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

---

[১] সহিহ বুখারি ২৭৮২, ইফাবা হাঃ ২৫৮৮।

[২] মুসনাদে আহমাদ ৪৮৭৩; হাদিস সহিহ।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا

অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে একদিন সওম রাখবে আল্লাহ তাঁর চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্ব করে দেবেন।[১]

অন্য আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ

سَبِيْلِ اللهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا، كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

অর্থঃ আবু উমামা আল বাহীলি (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন, কোন লোক যদি একদিন আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সওম আদায় করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার ও জাহান্নামের মাঝখানে আকাশ ও যমীনের মাঝখানের দূরত্বের সমতুল্য একটি পরিখা সৃষ্টি করে দিবেন।[২]

মহিলাদের জিহাদ।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ

مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى

অর্থঃ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু সুলাইমকে এবং কতিপয় আনসার মহিলাকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন। তারা (মুজাহিদদের) পানি সরবরাহ করতেন এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন।[৩]

প্রকৃত জিহাদ কোনটি?

---

[১] সহিহ বুখারি ২৮৪০, ইফাবা হাঃ ২৬৪০; সুনানে তিরমিযি ১৬২৩, ইফাবা হাঃ ১৬২৯।

[২] সুনানে তিরমিযি ১৬২৪, ইফাবা হাঃ ১৬৩০; হাদিসটি হাসান-সহিহ।

[৩] সুনানে আবু দাউদ ২৫৩১, ইফাবা হাঃ ২৫২৩; হাদিস সহিহ।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَبِيْ مُوسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهٗ فَمَنْ فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ

অর্থঃ আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক ব্যক্তি নাবী ﷺ এর কাছে এসে বলল, এক ব্যক্তি গণিমতের জন্য, এক ব্যক্তি খ্যাতি বা প্রসিদ্ধের জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রকাশের জন্য লড়াই করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার জন্য ক্বিতাল (সশস্ত্র লড়াই) করল, সে-ই আল্লাহর পথে লড়াই করেছে।[১]

আল্লাহর রাস্তায় পাহাড়া দেয়ার ফযিলাত

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهٖ وَإِنْ مَاتَ جَرٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُهٗ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ

অর্থঃ সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, একদিন এবং এক রাত্রি আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়া একমাস সওম ও রাত্রে জাগ্রত থেকে সলাতে দন্ডায়মান থাকার চেয়েও উত্তম। আর এ পাহাড়ায় নিয়োজিত অবস্থায় মারা গেলে, যে কাজে সে নিয়োজিত ছিল তার সাওয়াব অনবরত পেতে থাকবে এবং ফিতনা (শয়তান ও দাজ্জালের ফিতনা এবং কবরের ফিতনা) হতে নিরাপদ থাকবে।[২]

---

[১] সহিহ বুখারি ২৮১০, ইফাবা হাঃ ২৬১২; সহিহ মুসলিম, ইফাবা হাঃ ৪৭৬৬।

[২] সহিহ মুসলিম, ইফাবা হাঃ ৪৭৮৫; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৩১৭০।

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

অর্থঃ সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পথে এক দিন সীমান্ত পাহারা দেয়া পৃথিবী ও তার মাঝে যা আছে তা থেকে উত্তম।[১]

অন্য আরেকটি হাদিসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ

অর্থঃ উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া অন্য কোথাও এক হাজার দিন কাটানোর চাইতে উত্তম।[২]

যে রাত কদরের রাতের চাইতে ফযিলাতপূর্ণ।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ حَارِسٌ حَرَسَ فِي أَرْضِ خَوْفٍ لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ

অর্থঃ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন রাত্রির সংবাদ দিবনা যে রাত্রিটি কদরের রাত্রির চাইতেও ফযিলাতপূর্ণ? (তা হলো, আল্লাহর পথে মুজাহিদ) প্রহরীর কোন ভীতিকর স্থানে এমন মন মানসিকতা নিয়ে পাহারা দেয়া যে, তার হয়তো নিজ পরিবারের নিকট আর ফিরে আসা হবে না।[৩]

---

[১] সুনানে তিরমিযি ১৬৬৪, ইফাবা হাঃ ১৬৭০; হাদিসটি হাসান-সহিহ।

[২] সুনানে তিরমিযি ১৬৬৭, ইফাবা হাঃ ১৬৭৩; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৩১৭১; হাদিসটি হাসান।

[৩] মুসতাদরাক হাকিম ২৪২৪; সুনানে বায়হাকী ৪২৩৪; হাদিস সহিহ।

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ خَیْرٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথে (পাহারার কাজে) একটি মুহূর্ত অবস্থান করা কদরের রাতে হাজরে আসওয়াদের নিকট দাঁড়িয়ে ইবাদাত করার চাইতে উত্তম।[১]

আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুর পরও তার আমল বৃদ্ধি পায়।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَیْدٍ یُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهٗ قَالَ كُلُّ مَیِّتٍ یُخْتَمُ عَلٰی عَمَلِهٖ إِلَّا الَّذِیْ مَاتَ مُرَابِطًا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَإِنَّهٗ یُنْمٰی لَهٗ عَمَلُهٗ إِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَیَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

অর্থঃ ফুজালা বিন উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক ব্যক্তির আমলে সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কবরের ফিতনা থেকেও সে নিরাপদ থাকবে।[২]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে

عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ أَجْرَی اللّٰهَ عَلَیْهِ عَمَلَهُ الصَّالِحَ الَّذِیْ كَانَ یَعْمَلُ عَلَیْهِ وَأَجْرَی عَلَیْهِ رِزْقَهُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ وَبَعَثَهُ اللّٰهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَعِ

[১] সহিহ ইবনে হিব্বান ৪৬০৩, সহিহ আত তারগীব ১২২৩; ইবনে আসাকির, বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদ।

[২] সুনানে তিরমিযি ১৬২১, ইফাবা হাঃ ১৬২৭; হাদিসটি হাসান-সহিহ।

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে পাহারারত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তার উপর সে জীবিত অবস্থায় যে নেক আমল করতো তা অব্যাহত রাখবেন এবং তার রিযিক জারি রাখবেন, তাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখবেন এবং কিয়ামাতের দিন তাকে সব রকমের পেরেশানী থেকে নিরাপদ অবস্থায় উঠাবেন।[১]

জিহাদকে অবহেলা করা ও তা থেকে বিরত থাকার পরিণতি।

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْاَرْضِ أَرَضِيْتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيْلٌ- إِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল, যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি আকড়ে ধরে থাক, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি (আল্লাহর পথে জিহাদে) বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করবেন এবং অপর এক জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তার (আল্লাহর) কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ৩৮-৩৯)

অপর আয়াতে তাদের জন্য আল্লাহর গজব এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামের হুমকি প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭৬৭, ইফাবা হাঃ ২৭৬৭; হাদিস সহিহ।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْأَدْبَارَ- وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে বিশাল বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে সে আল্লাহর গজব নিয়ে ফিরে আসবে। তবে যুদ্ধের জন্য (কৌশলগত) দিক পরিবর্তন অথবা নিজ দলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য হলে ভিন্ন কথা এবং তার আশ্রয়স্থল হচ্ছে জাহান্নাম। আর সেটা কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ১৫-১৬)

অপর আয়াতে এই পৃথিবীতেই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ

অর্থঃ (হে রসূল!) বলুন, তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের গোত্র, তোমাদের সেই সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সেই ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সেই বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি (এগুলো) তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তার পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহর নির্দেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না। (সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ২৪)

এই আয়াতে বর্ণিত প্রথমোক্ত আটটি জিনিষকে শেষোক্ত তিনটি জিনিষ অপেক্ষা যারা প্রাধান্য দিবে তাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্কবাণী রয়েছে। আর সাধারণত যারা জিহাদে যেতে গড়িমসি করে মূলতঃ উপরোক্ত আটটি জিনিসের কারণেই হয়ে থাকে। এরা নিজেরাও জিহাদ থেকে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও নানা অজুহাতে জিহাদ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। এ জাতীয় লোকদের চরিত্রকে পবিত্র কুরআনে নিম্মের আয়াতে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا أَنْ يُّجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ

অর্থঃ পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে পেরে খুশি হল, আর তারা অপছন্দ করল তাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা (অন্যদের) বলল, তোমরা গরমের মধ্যে যুদ্ধে বের হয়ো না। (হে রসূল!) বলুন, জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম যদি তারা বুঝত। (সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ৮১)

এ আয়াতে তাবুক যুদ্ধে যারা নিজেরা অংশগ্রহণ করেনি এবং অন্যদেরকে বলতো যে, একে তো এটা খেজুর পাকার মৌসুম দ্বিতীয়ত: প্রচন্ড গরম। তাই তোমরা যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ো না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের কথার প্রতিবাদ করে বললেন আপনি জানিয়ে দিন জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও বেশী গরম।

জিহাদ পরিত্যাগের পরিণতি সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتّٰى تَرْجِعُوْا إِلٰى دِيْنِكُمْ

অর্থঃ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, "যখন তোমরা ঈনাহ (এক ধরণের সুদী বেচাকেনা) করবে এবং গরুর লেজ ধরে থাকবে। কৃষক হয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের দ্বীনের (জিহাদের) দিকে প্রত্যাবর্তন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বহাল থাকবে।[১]

হাদিসটির অর্থ হল যদি মানুষ কৃষি কাজ বা এর অনুরূপ কোন কাজে নিজেদের জড়িয়ে ফেলার কারণে জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ তাদের উপর তাদের শত্রুদের ছেড়ে দিবেন; তাদের উপর লাঞ্ছনা বয়ে আনবেন এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর

[১] সুনানে আবু দাউদ ৩৪৬২, ইফাবা হাঃ ৩৪২৬; হাদিস সহিহ।

করা হবে না। যতক্ষণ না তারা তাদের দায়িত্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তা শুরু করে। আর দায়িত্বটি হল: অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, তাদের ব্যাপারে কঠোর ও নিষ্ঠুর হওয়া, দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা, ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিজয়ের জন্য চেষ্টা করা এবং আল্লাহর মর্যাদাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নিত করা। কুফর ও তার অনুসারীদের অবমাননা করা। এই হাদিসটি এই কথা স্পষ্ট করে দেয় যে, জিহাদ ছেড়ে দেয়া ইসলাম ছেড়ে দেয়ারই নামান্তর। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে"। অর্থাৎ হাদিসটিতে জিহাদের স্থানে দ্বীন শব্দ আনা হয়েছে। মোটকথা: হাদিসটিতে জিহাদকে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয আমল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلَّا ضَرَبَهُمُ اللّٰهُ بِذِلٍّ وَلَا أَقَرَّ قَوْمٌ الْمُنْكَرَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِلَّا عَمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ

অর্থঃ আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যদি কোন জাতি জিহাদ ছেড়ে দেয় তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের সবার উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। আর যদি কোন জাতি তাদের মধ্যে কোন অন্যায়কে আশ্রয় দেয় তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন।[১]

জিহাদী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও ফযিলাত

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ফরয।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন:

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمُ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ

[১] জামিউল আহাদিস ২৭৩০৫; মুজামুল আওসাত ৩৮৩৯, কানযুল উম্মাল ৮৪৪৭; হাদিস সহিহ।

অর্থঃ আর প্রস্তুত কর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। এ ছাড়া অন্যান্যদের উপর, যাদের সম্পর্কে তোমরা জাননা, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চিনেন। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৬০)

উপরোক্ত আয়াতের প্রথমাংশের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আয়াতের প্রথামাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَأَعِدُّوا لَهُمْ আর প্রস্তুত কর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য। এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর এ নির্দেশ 'আম' ভাবে সকল মুসলিমের উপর প্রযোজ্য। এ নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলিমের উপর জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ ফরয করে দিয়েছেন। আর এখানে তাদের বলতে ঐ সকল তাগুত, কুফরী ও বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার কথা বলেছেন। আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, مَا اسْتَطَعْتُمْ যত পার শক্তি অর্জন কর। অর্থাৎ নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে যতটুকু সম্ভব শক্তি অর্জন করার কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা জিহাদের প্রশিক্ষণকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণে সীমাবদ্ধ করেননি, বরং তিনি মুসলিমদেরকে আদেশ করেছেন যে, যত পার শক্তি অর্জন করতে থাক। কারণ শক্তি যত বেশী হবে, মুসলিদের বিজয়ও ততো বেশী তরান্বিত হবে। তাগুত, কাফির ও বাতিল শক্তিগুলো যেন মুসলিমদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে এবং বাতিল শক্তিগুলো যেন মুসলিদের উপর আক্রমণ করা বা চোখ তোলে তাকানোর দুঃসাহস দেখাতে না পারে।

এখন আসা যাক এখানে আল্লাহ তা'আলা শক্তি বলতে কি বুঝিয়েছেন? তিনি কি مَا اسْتَطَعْتُمْ বলে শক্তিকে কোন নির্দিষ্ট আকারে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন, না কি এর ব্যাপকতা রয়েছে? আসুন দেখা যাক রসূলুল্লাহ ﷺ শক্তির কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন?

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

অর্থঃ উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে মিম্বারের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর। এরপর বললেন, জেনে রাখ

শক্তি হলো নিক্ষেপ করা, জেনে রাখ শক্তি হলো নিক্ষেপ করা, জেনে রাখ শক্তি হলো নিক্ষেপ করা।[১]

অর্থাৎ শক্তি বলতে নিক্ষেপণকেই বুঝায়। তাই শক্তি বলতে সব রকম নিক্ষেপণযোগ্য অস্ত্রকেই বুঝায়। রসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে সাহাবায়ে কিরামগণ যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করেছেন, তা-ও এর অন্তর্ভুক্ত এবং পরবর্তীতে যে সব অস্ত্র আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে তা-ও এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে সর্ব প্রকার শক্তি অর্জন করা মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য। আবার এই সমর-শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো- "নিক্ষেপণ শক্তি", বর্তমানে যা রকেট, মিসাইল ও বোমা আকারে ব্যবহার করা হয়।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফাসসির মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) তাফসীরে 'মাআরিফুল কুরআনে' উল্লেখিত আয়াতটির তাফসীর এভাবে করেন وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم অর্থাৎ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করে নাও। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করার সাথে مَا اسْتَطَعْتُم এর শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ উপকরণ রয়েছে, তোমাদেরকেও ততটাই অর্জন করতে হবে, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ জোগার করতে পার তাই সংগ্রহ করে নাও, সেটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সহায়তা তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

অতঃপর সে উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে, مِن قُوَّةٍ অর্থাৎ মুকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় কর। এতে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্র-শস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত এবং শরীর চর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত। কুরআনুল কারীম এখানে তৎকালিন যুগে প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্রের কোন উল্লেখ করেনি, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত দিয়েছে, 'শক্তি' প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালিন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর, তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তারপর এসেছে বন্দুক ও তোপের যুগ। আর এখন চলছে বোমা ও রকেটের যুগ। শক্তি শব্দটি এ সব কিছুতেই ব্যাপক।

সুতরাং আজকের যুগের মুসলিমদের সামর্থ্যানুযায়ী পারমাণবিক শক্তি, ট্যাংক, জঙ্গী বিমান ও সাবমেরিন সংগ্রহ করা উচিত। অতএব যে কোন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে, সে সবই যদি এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফিরদের মুকাবিলা করা হবে, তাহলে তাও জিহাদেরই শামিল। বিশুদ্ধ হাদিস সমূহে রসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো

---

[১] সহিহ মুসলিম ৫০৫৫, ইফাবা হাঃ ৪৭৯৩; সুনানে আবু দাউদ ২৫১৪, ইফাবা হাঃ ২৫০৬।

ব্যবহার করার কায়দা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট ইবাদাত ও মহাপূণ্য লাভের উপায় বলে সাব্যস্ত করেছেন।[১]

আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ অর্থাৎ পালিত ঘোড়া থেকে। আর এই শক্তি অর্জন তথা প্রশিক্ষণ শুরু হয় যেন, পালিত ঘোড়া থেকে। এর কারণ হলো তৎকালিন যুগে যুদ্ধের প্রধান বাহন ছিল ঘোড়া। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ঘোড়ার কথা বলেছেন। আর জিহাদের ময়দানে ঘোড়ার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া পালনের অত্যাধিক ফযিলাতের কথা বলেছেন।

اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেয়া হয়েছে।"[২] এ হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, ঘোড়ার প্রয়োজন কখনোই শেষ হবে না। আর বাস্তবেও তাই। বর্তমানে এতো আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র থাকা স্বত্বেও পাহাড়-পর্বতে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হয়। এখানে কল্যাণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- জিহাদের পরকালীন পুরষ্কার কিংবা গনীমাতের সম্পদ।

তৎকালীন যুগে ঘোড়া জিহাদের ময়দানে সেই ভূমিকাই রাখতো, যে ভূমিকা রাখে বর্তমানের জঙ্গী বিমানগুলো। সে যুগে ঘোড়াই ছিল যুদ্ধের প্রধান বাহন। আর এ জন্যই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ ভাবে ঘোড়ার আলোচনা করেছেন। আর জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া লালন-পালনের অনেক ফযিলাত রয়েছে সামনে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে- تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ অর্থাৎ যেন এর (প্রশিক্ষণের) মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারেন আল্লাহর শত্রুদেরকে এবং তোমাদের শত্রুদেরকে। কারণ আল্লাহ তা'আলা চান যে, কাফিররা যেন মুসলিমদেরকে সমীহ করে চলে এবং ভয় পায়। আর বাস্তবেও তাই। যতক্ষণ মুসলিমদের হাতে অস্ত্র ছিল ততক্ষণ মুসলিমদের শাসন ক্ষমতাও ছিল। এবং কাফিররা মুসলিমদের সম্মান এবং সমীহ করে চলেছে। আর যখনই মুসলিমরা আল্লাহর নির্দেশকে ভুলে গিয়ে হাত থেকে অস্ত্র ছেড়ে দিয়েছে তখনই তাদের উপর নেমে এসেছে লাঞ্ছনা আর অপমান। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا অর্থাৎ যখন তোমরা জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন।[৩] আর আজকে মুসলিম জাতি আল্লাহর সেই বাণী ভুলে গিয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ

[১] তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ৫৪২ পৃষ্ঠা।

[২] সহিহ বুখারি ২৮৫০, ইফাবা হাঃ ২৬৫০; সহিহ মুসলিম, ইফাবা হাঃ ৪৬৯৬।

[৩] সুনানে আবু দাউদ ৩৪৬২, ইফাবা হাঃ ৩৪২৬; হাদিস সহিহ।

এর হাদিস ভুলে গিয়েছে। মুসলিম জাতি আজ ভোগ বিলাসে লিপ্ত। তারা আল্লাহর বিধান জিহাদকে পরিত্যাগ করেছে, সেই সাথে পরিত্যাগ করেছে জিহাদের প্রশিক্ষণও। অথচ আল্লাহর নির্দেশ ছিল তোমাদের (মুসলিমদের) সব সময়ের জন্য সসস্ত্র জিহাদের প্রশিক্ষণ নিয়ে রাখতে হবে। যার ফলে ইসলামের শত্রুরা সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে।

আর বাস্তবতা হলো এই যে, কাফির ও ইসলামের শত্রুরা যেহেতু বস্তুবাদী তাই তাদের দৃষ্টি বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ। এ কারণেই তারা বস্তু ও বাহ্যিক উপকরণ দ্বারা সন্ত্রস্ত হয়। তাদের নিকট আল্লাহ ওয়ালাদের হাজারো বদ দোয়া, হাজারো বয়ান-বক্তৃতা অকেজো ও প্রভাবহীন। কিন্তু এর স্থলে তারা একটি নাইন এম.এম পিস্তল অথবা একটি একে ৪৭ এর গুলি দ্বারা প্রকম্পিত হয়ে পড়ে।

তাই সেই বস্তুবাদীদের মুকাবিলার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা বস্তু ও বাহ্যিক উপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মোটকথা, মুসলিমদের এতটুকু শক্তি থাকা আবশ্যক, যার ফলে শত্রুরা ভয়ে প্রকম্পিত থাকে এবং মুসলিমরা ঈমানের সাথে নিরাপদে বসবাস করতে পারে। আর যদি মুসলিমরা এ বিষয়ে অবহেলা করে, তাহলে কাফিররা মুসলিমদের ঘাড়ে চেপে বসবে। আর কাফিররাও এটাই চায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً

অর্থঃ আর কাফিররা চায় তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও মাল-সামান হতে গাফেল (জিহাদ ভুলে যাও বা ত্যাগ কর) থাকো, যাতে তারা একযোগে তোমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১০২)

অর্থাৎ মুসলিম জাতি জিহাদ ত্যাগ করুক বা ভুলে যাক এটাই ইসলামের দুশমনদের কামনা। মুসলিমরা যদি জিহাদ ত্যাগ করে তবে তারা (কাফিররা) একযোগে মুসলিমদের উপর হামলা করে বসবে। তাই মুসলিমদেরকে সর্বদাই জিহাদের উপর অটল থাকতে হবে। অর্থাৎ জিহাদের প্রশিক্ষণ নিয়ে রাখতে হবে। যখনই বাতিল শক্তিগুলো মুসলিমদের দিকে ধেয়ে আসবে তখনই তাদের মুকাবিলায় সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াতে হবে।

আরেকটি কথা আমাদের সকলের জানা আছে যে, 'জোর যার মুল্লুক তার' যার শক্তি আছে সবাই তার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য। ইসলামের শুরু লগ্নে পুরো পৃথিবীর মধ্যে রোম-পারস্যবাসীরা ছিল প্রভাবশালী। কায়সার-কিসরার নাম শুনলে পুরো পৃথিবী ভয়ে কাঁপতো। তাদের নাম শুনলে আরবের লোকদের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যেত। তাদের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হত। যখন ইসলাম শক্তিশালী হয়, তখন রোম-পারস্যের পতন ঘটে এবং কায়সার-কিসরার ন্যায় আরবের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আরবের বেদুঈনদের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। এভাবে অল্প কিছু দিনের মধ্যে অর্ধ জাহান মুসলিমরা নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেয়।

অতঃপর এক সময় পৃথিবীতে বৃটিশদের উত্থান ঘটে। তখন মানুষ ব্রিটিশদের ভয়ে থর থর করে কাঁপত। সম্মেলিত ভাবে তো দূরের কথা একাকীও কেউ ব্রিটিশদের সমালোচনা করার দুঃসাহস করত না। কারণ কেউ তাদের সমালোচনা করছে জানতে পারলে তার আর নিস্তার নেই। এরপর উপমহাদেশের উলামায়ে কিরামগণ যখন সশস্ত্র শক্তি নিয়ে তাদের মুকাবিলায় নেমে পড়েন, তখন তারা লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়।

এরপর পৃথিবীতে অভ্যুদয় ঘটে আরেক পরাশক্তি রাশিয়ার। তাদের ভয়ে প্রকম্পিত ছিল গোটা পৃথিবীর মানুষ। তাদের সেই শক্তির সামনে পুরো পৃথিবী খড়-কুটার ন্যায় ছিল। আমেরিকা, ব্রিটেনের ন্যায় পরাশক্তিরাও তাদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। যে রাশিয়া ছিল সব ধরণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণ কেন্দ্র। মুসলিম মহা মনীষীদের জন্ম ভূমি। সেখানে ইসলামী শিক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। মসজিদগুলোতে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়। দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। ইসলামী জীবন-যাপনের উপর বাধা সৃষ্টি করা হয়। এই কমিউনিষ্টরা আফগান মুসলিমদের উপর শুরু করে এক ভয়াবহ জুলুম নির্যাতন। লক্ষ লক্ষ মুসলিমদেরকে তারা পাখির ন্যায় গুলি করে হত্যা করে। এভাবে তারা যখন দিনের পর দিন নির্যাতন বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঠিক এই মুহুর্তে আফগানিস্তানের মজলুম মুসলিমরা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এরপর পর্যায়ক্রমে সে রাশিয়া ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে প্রায় ১৭টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আজ পৃথিবীর কোথাও সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম গন্ধও নেই। রাশিয়া একটি কান্ডহীন গাছ ও পরাজিত শক্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আজ পৃথিবীতে আমেরিকার উত্থান কাল। নিজ শক্তিবলে পুরো পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করেছে। সবার মোড়ল সেজে বসেছে। আমেরিকার শক্তির সামনে সবাই ভয়ে থর থর করে কাপে। তার শক্তির সামনে সবাই মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে।[১] কিন্তু এই আমেরিকার মতো পরাশক্তি আজ আফগানিস্তানের মুসলিমদের মার খেয়ে লেজগুটিয়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছে। এরা আজ মার খাচ্ছে ইরাক ও সিরিয়ার মুজাহিদদের কাছে। হে আল্লাহ এই কাফিরগুলোকে লাঞ্ছিত করুন, তাদেরকে পাকড়াও করুন এবং তাদের নাম নিশানা এই পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিন। "আমীন"

বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেকটি শক্তির মূলে ছিল, সর্বাধিক সংখ্যক সেনা বাহিনী নিয়োগ, তাদের সর্বোচ্চ সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সমরাস্ত্রের মালিক হওয়া, সীমাহীন ব্যয় বহুল যুদ্ধের অর্থ যোগানের জন্য ব্যবসায়ী কেন্দ্রগুলো নিজেদের দখলে নেয়া, প্রচার মিডিয়া শক্তি নিজেদের আয়ত্তে নেয়া।

সম্মানিত পাঠক!

---

[১] তথ্য সূত্র, জিহাদী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব, মাওলানা মুহাম্মদ উমর ফারুক।

এই দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শক্তি যার থাকবে সবাই তার অনুগত হবে এবং তাকে সবাই ভয় করবে এটা আজকের নতুন কোন কথা নয়, বরং তা পৃথিবীর শুরু লগ্ন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত অব্যাহত। আয়াতের পরের অংশে বলা হয়েছে-

وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ "অর্থাৎ এদের ব্যতীত অন্যরাও (ভীত সন্ত্রস্ত হবে) যাদেরকে তোমরা জাননা, আল্লাহ তাদের চেনেন।"

আয়াতের এই অংশটুকুর তাফসীরে মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) বলেন, অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, জিহাদের প্রস্তুতির মাধ্যমে যে সমস্ত লোকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা উদ্দেশ্য এদের মধ্য হতে কতককে তো মুসলিমরা চিনে। আর তারা ছিল ঐ সমস্ত লোক যাদের সাথে মুসলিমদের লড়াই চলছিল, অর্থাৎ মক্কার মুশরিক ও মদীনার ইহুদীরা। আর কিছু লোক এমনও ছিল যাদের ব্যাপারে মুসলিমরা এখনও জানতে পারেনি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য- পুরো পৃথিবীর কাফির ও মুশরিক যারা এখনো মুসলিমদের মুকাবিলায় আসেনি; তবে ভবিষ্যতে তাদের সাথেও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে।[১]

কুরআনুল কারীমের এই আয়াতটি বলে দিয়েছে যে, যদি মুসলিমরা নিজেদের বর্তমান শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তবে এর প্রভাব শুধুমাত্র তাদের নিকটবর্তী শত্রুদের উপর পড়বে, তাই নয়; বরং দূর-দূরান্তের কাফির, (যেমন আমেরিকা, ঈসরাইল, ব্রিটেন প্রমুখ) কাফির শক্তিগুলোর উপরও এর প্রভাব পড়বে। যেমনটি হয়ে ছিল। খুলাফায়ে রাশেদার যুগে, রোম-পারস্যের মত পরাশক্তিগুলো মুসলিমদের ভয়ে পরাজিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ছিল।

সুতরাং আজকের মুসলিমরাও যদি সামর্থ্যানুযায়ী অস্ত্র সংগ্রহ ও শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে, তবে বর্তমানে যারা মুসলিমদের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধরত অবস্থায় আছে এবং যে সকল শত্রুরা এখনো প্রকাশ্যভাবে মুসলিমদের মুকাবিলায় আসেনি তারাও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং এই প্রস্তুতির কার্যকর প্রভাব তাদের উপর পড়বে।

যারা জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ

اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

[১] মা'আরিফুল কুরআন ৫৪৩ পৃষ্ঠা, সূরা আনফালের ৬০ নং আয়াতের তাফসীর।

অর্থঃ আর যদি তারা জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত, তবে অবশ্যই তার জন্য কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং তাদেরকে বলা হল বসে থাকা লোকদের সাথে বসে থাক।

(সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ৪৬)

রসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদের ঘোষণা দেয়ার পর সাহাবীরা সর্বদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। এক্ষেত্রে মহিলারাও পেছনে পড়ে থাকতেন না, তারা তাদের স্বামী ও সন্তানদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতেন। অপরদিকে মুনাফিকরা জিহাদে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে টাল-বাহান শুরু করে দিত এবং নানা ধরণের অজুহাত পেশ করে জিহাদে যাওয়া থেকে দূরে থাকত। পবিত্র কুরআন তাদের এসব অজুহাত প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপরও মুনাফিকরা বলে বেড়াত যে, আমাদের তো জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। কিন্তু করব কী? একেক সময় একেকটা সমস্যা এসে দাঁড়ায়, তাই যেতে পারি না। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে তাদের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করে একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, জিহাদে যাওয়ার শুধু ইচ্ছা থাকলেই হবে না প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে হবে।

জান্নাত তরবারির ছায়াতলে।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

অর্থঃ আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জেনে রেখ! নিশ্চয়ই জান্নাত তরবারির ছায়ার নীচে।[১]

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছেঃ

[১] সহিহ বুখারি ২৮১৮, ২৯৬৫, ইফাবা হাঃ ২৬২০, ২৭৫৫; সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ২৬২৩।

عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

অর্থঃ আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার পিতাকে আমি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অবস্থায় বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারীর ছায়ার নীচেই রয়েছে।[১]

তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ফযিলাত।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُوْنَ وَيَكْفِيْكُمُ اللهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ

অর্থঃ উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, অচিরেই অনেক ভূখন্ড তোমাদের হস্তগত হবে এবং আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তীরন্দাজী খেলার থেকে অক্ষম না থাকে।[২]

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اِرْمُوْا بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا

অর্থঃ হে ঈসমাইলের বংশধর! নিক্ষেপ করা শিখ, কেননা তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা ভাল নিক্ষেপকারী ছিলেন।[৩]

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

---

[১] সহিহ মুসলিম ৪৮১০, ইফাবা হাঃ ৪৭৬৩; সুনানে তিরমিযি, ইফাবা হাঃ ১৬৬৫।

[২] সহিহ মুসলিম, ইফাবা হাঃ ৪৭৯৪।

[৩] সহিহ বুখারি ২৮৯৯, ইফাবা হাঃ ২৬৯৬।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَوْمَ أُحُدٍ يَا سَعْدُ ارْمِ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ

অর্থঃ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে তার পিতা-মাতা উভয়কে একত্রে কারো জন্য উৎসর্গ করতে শুনিনি সা'আদ ইবনে মালিক ব্যতীত। উহুদ যুদ্ধের দিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বললেন, হে সা'আদ! তুমি নিক্ষেপ করো। তোমার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক।[১]

তীর ছোড়ার ফযিলাত।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ارْمُوْا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ ابْنُ النَّحَّامِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ وَلٰكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِأَةُ عَامٍ

অর্থঃ কা'আব ইবনে মুররা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: তোমরা নিক্ষেপ করো! যে ব্যক্তি একটি তীর কোন শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একটি 'দারাজা' বুলন্দ করবেন। ইবনে নাহহাম বললেন, হে আল্লাহর রসূল! 'দারাজা' কি জিনিষ? তিনি বললেন এটা তোমার মায়ের ঘরের দারজার চৌকাঠ নয় বরং জান্নাতের দুই দরজার মাঝে একশত বছরের দুরত্ব রয়েছে।[২]

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

[১] সহিহ বুখারি ২৯০৫, ইফাবা হাঃ ২৭০২।

[২] সুনানে নাসায়ি ৩১৪৪, ইফাবা হাঃ ৩১৪৬; সহিহ ইবনে হিব্বান ৪৬১৬, মুসনাদে আহমাদ ১৮০৬৩; হাদিস সহিহ।

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَلَغَ الْعَدُوَّ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ

অর্থঃ আমর ইবনে আবাসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করলো এরপর তা শত্রুদের নিকট পৌঁছলো চাই লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানুক বা না হানুক, এটা তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য হবে।[১]

যুদ্ধের বাহনের ফযিলাত।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থঃ উরওয়া আল বারেকী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালে কিয়ামাত পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেয়া হয়েছে। যা নেকী ও গণীমাতের পন্থায় হাসিল হতে থাকবে।[২]

এই হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, ঘোড়ার প্রয়োজন কখনো শেষ হবে না। আর বাস্তবেও তাই। বর্তমানে এত আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র থাকা সত্ত্বেও পাহাড় পর্বতে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হয়।

ঘোড়া প্রতিপালনকারী তিন ধরণের।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

---

[১] সুনানে নাসায়ি ৩১৪৫, ইফাবা হাঃ ৩১৪৭, সুনানে তিরমিযি ১৬৩৮, ইফাবা হাঃ ১৬৪৪; হাদিস সহিহ।

[২] সহিহ বুখারি ২৮৫২, ইফাবা হাঃ ২৬৫২; সহিহ মুসলিম ৪৭৪৩, ইফাবা হাঃ ৪৬৯৬, ইসে হাঃ ৪৬৯৭।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِيْ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذٰلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلٰى ذٰلِكَ وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهَا إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ- وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ঘোড়া তিন শ্রেণীর লোকের জন্য। একজনের জন্য পুরস্কার; একজনের জন্য আবরণ এবং আরেক জনের জন্য (পাপের) বোঝা। যার জন্য পুরস্কার, সে হল- ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া বেঁধে রাখে এবং রশি কোন চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়, আর ঘোড়াটি সেই চারণভূমি বা বাগানে ঘাস খায়, তবে এর জন্য তার পূণ্য রয়েছে। আর ঘোড়াটি যদি রশি ছিঁড়ে এক বা দু'ই টিলা অতিক্রম করে তাহলেও তার গোবর ও পদক্ষেপ সমূহের বিনিময়ে তার জন্য পূণ্য রয়েছে। এমনকি ঐ ঘোড়া যদি কোন নহরে গিয়ে তা থেকে পানি পান করে, অথচ তার মালিক পানি পান করানো ইচ্ছা করেনি, তবে এর ফলেও তার জন্য পূণ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি অহংকার লৌকিকতা প্রদর্শন এবং মুসলিমদের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে তবে তার জন্য তা (পাপের) বোঝা। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমার উপর আর কিছু অবতীর্ণ হয়নি, ব্যাপক অর্থপূর্ণ এই একটি

আয়াত ব্যতীত।[১] আল্লাহর বাণীঃ “কেউ অনু পরিমাণ নেক কাজ করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে; আর কেউ অনু পরিমাণ বদ কাজ করে থাকলে সে তাও দেখতে পাবে।”[২]

ঘোড়া প্রতিপালনের ফযিলাত।

ঘোড়া প্রতিপালনের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ

অর্থঃ তোমরা অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর..........। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৬০)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ إِيْمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهٖ فَإِنَّ شِبَعَهٗ وَرِيَّهٗ وَرَوْثَهٗ وَبَوْلَهٗ فِىْ مِيْزَانِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান রেখে তার ওয়াদাকে সত্য জেনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করবে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির আমলের পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাবের সমপরিমান সাওয়াব দেওয়া হবে।[৩]

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِىْ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهٗ بِيَدِهٖ كَانَ لَهٗ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ

[১] সহিহ বুখারি ২৮৬০, ইফাবা হাঃ ২৬৬০।

[২] সূরা যিলযাল ৯৯ ঃ ৭-৮।

[৩] সহিহ বুখারি ২৮৫৩, ইফাবা হাঃ ২৬৫৩; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৩৫৮৪।

অর্থঃ তামিম আদ্-দারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) ঘোড়াকে বেঁধে রাখে। অতঃপর সে নিজ হাতে ঘোড়াকে ঘাস-দানা খাওয়ায়। প্রত্যেকটির বিনিময়ে তাকে নেকী দেয়া হবে।[১]

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنْفِقِ عَلَى الْخَيْلِ كَالْمُتَكَفِّفِ بِالصَّدَقَةِ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার জন্য ব্যয়কারীর উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে দু'হাতে (তালু ভর্তি করে) সদাকাহ্ করে।[২]

যুদ্ধে একাধিক ঘোড়া নেয়ার ফযিলাত।

عَنْ أَبِىْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِىْ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ أَطْرَقَ فَرَسًا فَعَقَّبَ لَهُ الْفَرَس كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِيْنَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَإِنْ لَمْ تَعَقَّبْ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ فَرَسٍ حُمِلَ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ

অর্থঃ আবু কাবশা আল-আনমারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার একটি ঘোড়ার পেছনে আরেকটি ঘোড়া নেয়, (যেন যুদ্ধে একটি ঘোড়া অকেজো হয়ে গেলে অন্যটি ব্যবহার করতে পারে) তার জন্য আল্লাহর পথে চালিত সত্তরটি ঘোড়ার নেকী রয়েছে। আর যদি সে অন্য কোন ঘোড়া না নেয় তাহলে তার জন্য আল্লাহর পথে চালিত একটি ঘোড়ার নেকী রয়েছে।[৩]

ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ফযিলাত।

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭৯১, ইফাবা হাঃ ২৭৯১; হাদিস সহিহ।

[২] সহিহ ইবনে হিব্বান ৪৬৭৫; সহিহ আত তারগীব ১২৪৪; কানযুল উম্মাল ১০৭৫৬; হাদিস সহিহ।

[৩] মুসনাদে আহমাদ ১৮০৬১; সহিহ ইবনে হিব্বান ৪৬৭৯; হাদিস সহিহ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُوْبِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيْبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ

অর্থঃ উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষ যত ধরনের খেলা ধুলা করে সবই বৃথা। তবে ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেওয়া, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং স্ত্রীর সাথে ক্রিয়া কৌতুক করা বৃথা নয়।[১]

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ

অর্থঃ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ প্রস্তুতকৃত ঘোড়ার মাঝে প্রতিযোগীতা করিয়েছেন হাফিয়া নামক স্থান থেকে সানিয়্যাতুল ওয়াদা পর্যন্ত।[২]

অপর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى

অর্থঃ উকবা ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি নিক্ষেপ করা (তীর, বোমা, মিসাইল, রকেট লাঞ্চার ইত্যাদি) শিখার পর তা ভুলে যায় সে আমাদের দলভুক্ত নয় অথবা বলেছেন সে নাফরমানী করল।[৩]

---

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ ২৮৬১, সুনানে তিরমিযি ১৬৩৭, ইফাবা হাঃ ১৬৪৩; মুসনাদে আহমাদ ১৭৩৭৫; হাদিস সহিহ।

[২] সহিহ বুখারি ২৮৭০, ইফাবা হাঃ ২৬৭০; সহিহ মুসলিম, ইফাবা হাঃ ৪৬৯০; আবু দাউদ ২৫৭৫, ইফাবা হাঃ ২৫৬৭।

[৩] সহিহ মুসলিম, ইফাবা হাঃ ৪৭৯৬; ইবনে মাজাহ ২৮১৪, ইফাবা হাঃ ২৮১৪; আবু দাউদ ২৫১৩।

যুদ্ধ হচ্ছে কৌশল।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبَ خَدْعَةً

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যুদ্ধকে কৌশল নামে অভিহিত করেছেন।[১]

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَرْبَ خَدْعَةٌ

অর্থঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, যুদ্ধ হচ্ছে কৌশল।[২]

জিহাদের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ قَالَتْ... وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِيْ شَيْءٍ

مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِيْ ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيْثُ

الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ- حَدِيْثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

অর্থঃ উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবু মুঈত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিথ্যা বলার কোন অবকাশ দেয়া হয়েছে বলে আমি কখনো শুনিনি। তবে তিনটি স্থানে এর অবকাশ রয়েছে যথা- ১. যুদ্ধ ক্ষেত্রে ২. লোকদের মধ্যে সন্ধি ও মিমাংসা করার জন্যে ৩. এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীর কাছে এবং স্ত্রীর জন্যে স্বামীর কাছে।[৩]

অপর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

---

[১] সহিহ বুখারি ৩০২৯, ইফাবা হাঃ ২৮১৪।

[২] সহিহ বুখারি ৩০৩০, ইফাবা হাঃ ২৮১৫; সহিহ মুসলিম ৪৪৩১, ইফাবা হাঃ ৪৩৮৯, ইসে হাঃ ৪৩৮৯।

[৩] সহিহ মুসলিম ৬৫২৭, ইফাবা হাঃ ৬৩৯৫; ইসে হাঃ ৬৪৪৬।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَافِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلَنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتّٰى نَنْظُرَ إِلٰى مَا يَصِيْرُ أَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتّٰى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ

অর্থঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ একবার বললেন, কে আছ যে কা'ব ইবনু আশরাফ-এর (হত্যার) দায়িত্ব নিবে? কেননা সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল ﷺ কে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) কা'আব ইবনু আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, 'এ ব্যক্তি অর্থাৎ নাবী ﷺ আমাদের কষ্টে ফেলেছে এবং আমাদের নিকট হতে সদাকাহ চাচ্ছে।' রাবী বলেন, তখন কা'আব বলল, এখনই আর কী হয়েছে? তোমরা তো তার থেকে আরো পেরেশান হয়ে পড়বে। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, 'আমরা তাঁর অনুগত হয়েছি, এখন তাঁর শেষ ফল না দেখা পর্যন্ত তাঁকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা পছন্দ করি না।' রাবী বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) এভাবে তার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত কথা বলতে থাকেন, অতঃপর তাকে হত্যা করে ফেলেন।[১]

মুজাহিদদের ফযিলাত

যারা আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্টার জন্য, তাওহীদের কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য মোট কথা মুসলিমদের জান, মাল ও দ্বীন হিফাজত করার জন্য যারা যুদ্ধ করে তাদেরকে বলা হয় মুজাহিদ। আমরা মুজাহিদদের বিভিন্ন ফযিলাত সম্পর্কে আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ!

[১] সহিহ বুখারি ৩০৩১, ইফাবা হাঃ ২৮১৬।

মুজাহিদ সর্বোত্তম মানুষ।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ

অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: সেই ব্যক্তি যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে।[১]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ أَفْضَلُ النَّاسِ فِيْهِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوٰى عَلٰى مَتْنِهِ ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মানুষের সামনে এমন এক যুগ আসবে যখন মানবকূলের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে ঐ ব্যক্তিই উত্তম হবে, যে আল্লাহর পথে স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। সে যখনই জিহাদের ডাক শুনবে তার জন্তুর পিঠে চড়ে যাবে, অতঃপর তার চূড়ান্ত লক্ষ্য শাহাদাতের মৃত্যু অন্বেষণ করবে।[২]

মুজাহিদদের বিশেষ উপমা।

---

[১] সহিহ বুখারি ২৭৮৬, ইফাবা হাঃ ২৫৯২; সহিহ মুসলিম ৪৭৮১, ইফাবা হাঃ ৪৭৩৪, ইসে হাঃ ৪৭৩৫।

[২] সহিহ ইবনু হিব্বান ৪৬০০; মুসনাদে আহমাদ ৯৭২৩; হাদিস সহিহ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَايَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَاصَلَاةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالٰى

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথে জিহাদ রত ব্যক্তি যতদিন বাড়িতে ফিরে না আসে ততদিন তার উপমা হলো এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে বিরতিহীনভাবে সওম পালন করে এবং সলাত আদায় করে।[১]

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِهٖ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِهٖ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে মুজাহদিদের (আর আল্লাহ ভাল জানেন কে আল্লাহর পথে জিহাদ করে) উদাহারণ হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অনবরত সলাত ও সওম পালন করতে থাকে। আর আল্লাহর পথে মুজাহিদদের সকল দায়-দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। হয়ত: তাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন নতুবা তাকে সুস্থ সবল অবস্থায় সাওয়াব অথবা গণীমাতসহ তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দিবেন।[২]

নাবী ﷺ মুজাহিদদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

---

[১] সহিহ মুসলিম ৪৭৬৩, ইফাবা হাঃ ৪৭১৬, ইসে হাঃ ৪৭১৭।

[২] সহিহ বুখারি ২৭৮৭, ইফাবা হাঃ ২৫৯৩; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৩১২৭।

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِيْ وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِيْ أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ

অর্থঃ ফুজালা বিন উবায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে আমার প্রতি ঈমান এনেছে, ইসলাম কবুল করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছে। আমি ঐ ব্যক্তির জন্য এমন ঘরের জিম্মাদার যা জান্নাতের শুরুতে, মধ্যভাগে এবং জান্নাতের সর্ব উচ্চে অবস্থিত।[১]

তিন ধরণের মানুষকে সাহায্য করা আল্লাহর কর্তব্য।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ : اَلْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকারের মানুষকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদকারী, মুকাতাব গোলাম- যে চুক্তির অর্থ পরিশোধের ইচ্ছা করে এবং বিবাহে আগ্রহী লোক- যে বিয়ের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায়।[২]

মুজাহিদ স্বয়ং আল্লাহর জিম্মায়।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

---

[১] সুনানে নাসায়ি ৩১৩৩, ইফাবা হাঃ ৩১৩৫; সহিহ ইবনে হিব্বান ৪৬১৯; হাদিস সহিহ।

[২] সুনানে তিরমিযি ১৬৫৫, ইফাবা হাঃ ১৬৬১; সুনানে ইবনে মাজাহ ২৫১৮; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৩১৩২; হাদিসটি হাসান।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ فِيْ ضَمَانِ اللهِ

، عَزَّ وَجَلَّ ، رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ،

وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর মাসজিদ সমূহের কোন মাসজিদের দিকে রওয়ানা হয় (২) যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য বের হয় (৩) এবং যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়।[১]

অন্য আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِيْ

سَبِيْلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ

يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং কেবলমাত্র জিহাদ ও আল্লাহর কথার উপর দৃঢ় আস্থাই তাকে (বাড়ি থেকে) বের করে থাকে, তাহলে আল্লাহ তার জিম্মাদার হয়ে যান। হয় তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা নেকী ও গণীমাতের মালসহ তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন যেখান থেকে সে বের হয়েছিল।[২]

মুজাহিদদের সহযোগিতাকারীর মর্যাদা।

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

---

[১] কানযুল উম্মাল ৪৩২৪৪; আস সিলসিলাতুস সহিহা হাঃ ৫৯৮; হাদিস সহিহ।

[২] সহিহ বুখারি ৭৪৫৭, ইফাবা হাঃ ৬৯৪৯; সহিহ মুসলিম ৪৭৫৫, ইফাবা হাঃ ৪৭০৮, ইসে হাঃ ৪৭০৯।

অর্থঃ যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদকে জিহাদের সাজ-সরঞ্জাম দান করে সামর্থবান করে তুলল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদ পরিবারের তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে পেছনে থেকে গেল, সেও যেন নিজেই জিহাদ করল।[১]

মুজাহিদদেরকে সহযোগিতাকারীর দ্বিগুন সাওয়াব।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْغَازِى أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِى

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেনঃ গাজী কেবল জিহাদের সাওয়াব পায়। আর যে ব্যক্তি তাকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করে জিহাদের সামর্থ্যবান করে তোলে, সে সাহায্য করার প্রতিদানও পায় এবং গাজীর (জিহাদের) সাওয়াবও পায়।[২]

রণক্ষেত্রে মুজাহিদদের দু‘আ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ اللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِىْ ، وَأَنْتَ نَصِيْرِىْ ، بِكَ أَجُوْلُ ، وَبِكَ أَصُوْلُ ، وَبِكَ أُقَاتِلُ

অর্থঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করতেন তখন এ দোয়া পড়তেনঃ হে আল্লাহ তুমি আমার বাহুর শক্তি এবং তুমি আমার সাহায্যকারী, তোমার সাহায্যে আমরা পরিচালিত হচ্ছি, তোমার সাহায্যে আক্রমণ করি আর তোমার সাহায্যেই (দুশমনদের সাথে) যুদ্ধ করি।[৩]

মুজাহিদদের ঘোড়া।

---

[১] সহিহ বুখারি ২৮৪৩, ইফাবা হাঃ ২৬৪৩; সহিহ মুসলিম ৪৭৯৬, ইফাবা হাঃ ৪৭৪৯, ইসে হাঃ ৪৭৫০।

[২] সুনানে আবু দাউদ ২৫২৬, ইফাবা হাঃ ২৫১৮; হাদিস সহিহ।

[৩] সুনানে আবু দাউদ ২৬৩২, ইফাবা হাঃ ২৬২৪; সুনানে তিরমিযি ৩৫৮৪, ইফাবা হাঃ ৩৫৮৪; সহিহ আল জামে হাঃ ৪৭৫৭; হাদিস সহিহ।

মুজাহিদদের ঘোড়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে একটি সূরা নাযিল হয়েছে।

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا - فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا - فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا - فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا - فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

অর্থঃ শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির, যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ছড়ায়, যারা প্রত্যুষে হানা দেয়, সে তা দ্বারা ধুলিত উড়ায়, অতঃপর এর দ্বারা শত্রুদের দলের ভেতরে ঢুকে পড়ে। (সূরা আ'দিআত ১০০ ঃ ১ - ৫)

মুজাহিদদের চোখ ও পায়ের মর্যাদা।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, জাহান্নামের আগুন দু'টি চোখকে স্পর্শ করবে না। একটি হলো, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে। দ্বিতীয়টি হলো, যে চোখ আল্লাহর পথে রাত জেগে পাহাড়া দেয়।[১]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَبْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

অর্থঃ আবদুর রহমান ইবনে জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যার দু'টি পা আল্লাহর পথে ধুলায় ধুসরিত হয়েছে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।[২]

মুজাহিদদের চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদির ফযিলাত।

---

[১] সুনানে তিরমিযি ১৬৩৯, ইফাবা হাঃ ১৬৪৫।

[২] সহিহ বুখারি ২৮১১, ইফাবা হাঃ ২৬১৩; সুনানে তিরমিযি ১৬৩২, ইফাবা হাঃ ১৬৩৮।

মুজাহিদদের চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণার সবকিছুই ইবাদত। এসব কিছুর কথা কুরআনে উল্লেখ আছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَؤُوْنَ مَوْطِئًا يَغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ- وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً وَلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থঃ এটা এ কারণে যে, তাদেরকে আল্লাহর পথে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় আক্রান্ত করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধ জন্মায় এবং শত্রুদেরকে তারা ক্ষতিসাধন করে, তার বিনিময়ে তাদের জন্য সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। আর তারা স্বল্প কিংবা অধিক যাই ব্যয় করে এবং অতিক্রম করে যে প্রান্তরই, তা তাদের জন্য লিখে দেয়া হয়, যাতে তারা যা আমল করত, আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেন। (সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ১২০-১২১)

মুজাহিদদের স্ত্রীদের মর্যাদা।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ

অর্থঃ সুলায়মান ইবনে বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যারা যুদ্ধে অংশ নেয়নি, তাদের জন্য মুজাহিদ পত্নীগণের মর্যাদা আপন মায়েদের মর্যাদার সমান।[১]

[১] সহিহ মুসলিম ৪৮০২, ইফাবা হাঃ ৪৭৫৫, ইসে হাঃ ৪৭৫৬।

শহীদ এবং শহীদদের মর্যাদা

শহীদ কে?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় সে শহীদ।[১]

অপর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ وَدِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

অর্থঃ সাইদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমের ইবনে নুফাইল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (ইসলাম) দ্বীন হিফাজত করার জন্য নিহত হয় সে ব্যক্তি শহীদ।[২]

শহীদের জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُم بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

---

[১] সহিহ মুসলিম, ইফাবা হাঃ ৪৭৮৮।

[২] সুনানে আবু দাউদ ৪৭৭২, ইফাবা হাঃ ৪৬৯৭; হাদিস সহিহ।

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতঃপর তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে (অধিক সত্যবাদী) আর কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য। (সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ১১১)

হাদিসে ইরশাদ হয়েছে

عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ أَيْنَ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ قُتِلْتُ؟

قَالَ "فِي الْجَنَّةِ" فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ

অর্থঃ আমর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি (এসে) বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি (আল্লাহর পথে) নিহত হই তবে কোথায় থাকব? জবাবে তিনি বললেনঃ জান্নাতে। লোকটি তৎক্ষণাৎ তার হাতের খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলো, অবশেষে সে শহীদ হয়ে গেল।[1]

উল্লেখিত ব্যক্তির নাম সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, উমাইর ইবনে হাম্মাম। কিন্তু বিশুদ্ধ সনদ অনুযায়ী এটা অন্য কোন সাহাবী। কেননা উমাইর ইবনে হাম্মাম বদর যুদ্ধে শহীদ হন।

রসূলুল্লাহ ﷺ এর শাহাদাতের তামান্না।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ

يَتَخَلَّفُوْا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيْلِ

[1] সহিহ মুসলিম ৪৮০৭, ইফাবা হাঃ ৪৭৬০, ইসে হাঃ ৪৭৬১।

اللّٰهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ أَنِّى أُقْتَلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে না এবং যাদের সকলকে সওয়ারী দিতে পারব না বলে আশংকা করতাম, তা হলে যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া থেকে বিরত থাকতাম না। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, অতঃপর শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহীদ করা হয়।[১]

শহীদগণের পুনরায় শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা।

হাদিসে ইরশাদ হয়েছে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ يَسُرُّهٗ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا إِلَّا الشَّهِيْدَ لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهٗ يَسُرُّهٗ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرٰى

অর্থঃ আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কোন বান্দাহ এমতাবস্তায় মারা যায় যে, আল্লাহর কাছে তার সাওয়াব রয়েছে, তাকে দুনিয়ার সব কিছু দিলেও সে দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবে না। একমাত্র শহীদ ব্যতীত। সে শাহাদাতের বাস্তব মর্যাদা দেখার কারণে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা করবে।[২]

---

[১] সহিহ বুখরী ২৭৯৭, ইফাবা হাঃ ২৬০১; সহিহ মুসলিম ৪৭৫৩, ইফাবা হাঃ ৪৭০৬, ইসে হাঃ ৪৭০৭।

[২] সহিহ বুখারি ২৭৯৫, ইফাবা হাঃ ২৬০৩, তৃতীয় সংস্করণ, মার্চ ২০০৩; সহিহ মুসলিম, ইফাবা হাঃ ৪৭১৪।

যাদের দেখে আল্লাহ তা'আলা হাসবেন।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالُوا كَيْفَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দুই ব্যক্তির কার্যকলাপে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হাসবেন। যাদের একজন অপর জনকে হত্যা করেছে। অথচ তারা উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (এভাবে যে) এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে। অতঃপর হত্যাকারীর তাওবাহ্ আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন। ফলে সে (ইসলাম গ্রহণ করে) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করবে।[১]

তরবারী শহীদদের সকল পাপ মুছে দেয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : الْقَتْلَ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، حَتّٰى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلُ ، ذٰلِكَ الْمُمْتَحَنُ فِي خَيْمَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ تَحْتَ عَرْشِهِ ، لَايَفْضُلُهُ النَّبِيُّوْنَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ ، وَرَجُلٌ فَرَّقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا

[১] সহিহ বুখারি ২৮২৬, ইফাবা হাঃ ২৬২৭; সহিহ মুসলিম ৪৭৮৬, ইফাবা হাঃ ৪৭৩৯, ইসে হাঃ ৪৭৪০।

جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلُ ،

فَتِلْكَ كَسَاعِهَا مُمَضْمِضَةٌ تَحْتَ ذُنُوْبِهِ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا ،

وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ ، فَإِنَّ لَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ ، وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ

أَبْوَابٍ ، بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ ، وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِي

سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ ، فَذٰلِكَ فِي النَّارِ ، إِنَّ

السَّيْفَ لَا يَمْحُوْ النِّفَاقَ

অর্থঃ উতবা ইবনে আবদ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিবর্গ তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। **এক.** এমন মুমিন ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। এমনকি শত্রুর সম্মুখীন হয়ে বিরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যায়। এই ব্যক্তি পরীক্ষিত শহীদ। আল্লাহর আরশের নীচে সে অবস্থান করবে। তাদের থেকে নাবীগণ কেবল নবুওয়াতের মর্যাদার কারণেই অধিক মর্যাদাবান হবেন।

দুই. এমন মুমিন ব্যক্তি যে জীবনে পাপ পূণ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। তবুও নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে এবং শত্রুর মোকাবেলা করে বিরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়। সে পাপরাশী ধৌতকারী। তার সমস্ত পাপ মুছে যায়। কারণ তরবারী সকল গুণাহের নির্মূলকারী। সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। জান্নাতে আটটি ও জাহান্নামে সাতটি দরজা রয়েছে।

তিন. ঐ মুনাফিক যে নিজের জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করে এবং শত্রুর সাথে মোকাবেলা করে মারা যায় বটে, কিন্তু সে জাহান্নামী। কারণ (খাটি তাওবাহ ব্যতীত) শুধু তরবারী নিফাক (এর গুণাহ) মুছে দিতে পারে না।[১]

অন্য আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে

[১] সহিহ ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সীর, আরবী হাঃ ৪৬৬৩; হাদিস সহিহ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঋণ ছাড়া শহীদদের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[১]

সর্বোত্তম শহীদ।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الشُّهَدَاءِ أَفْضَلُ- قَالَ الَّذِيْنَ إِنْ يُلْقَوْا فِي الصَّفِّ لَا يلْفِتُوْنَ وُجُوْهَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلُوْا أُولَـٰئِكَ يَنْطَلِقُوْنَ فِي الْغُرَفِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ وَيَضْحَكُ اِلَيْهِمْ ربُّهُمْ وإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلٰى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ

অর্থঃ নুআইম ইবনে হাম্মার (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করল, কোন শহীদ সর্বোত্তম? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যারা শত্রুর মোকাবেলা করতে করতে শাহাদাত বরণ করে কিন্তু শত্রু থেকে মুখ ফিরায় না। এরা জান্নাতের সর্বোচ্চ বালাখানার মধ্যে অবস্থান করবে। তাদের (দৃঢ়তা) দেখে আল্লাহ খুশি হয়ে হেসে দিবেন। আর তোমাদের রব যখন দুনিয়ায় কারো উপর হেসে দেন তখন আখিরাতে ঐ বান্দার আর কোন হিসাব (জবাবদিহিতা) নেই।[২]

অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ... وَنَادَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الشُّهَدَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « أَنْ يُعْقَرَ جَوَادُكَ وَيُهْرَاقَ دَمُكَ

[১] সহিহ মুসলিম ৪৭৭৭, ইফাবা হাঃ ৪৭৩০, ইসে হাঃ ৪৭৩১।

[২] মুসনাদে আহমাদ ২২৪৭৬; সহিহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব হাঃ ১৩৭১; হাদিস সহিহ।

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল! সর্বোত্তম শহীদ কে? তিনি বললেন, (যে যুদ্ধে) তোমার ঘোড়ার পা কেটে দেয়া হয় এবং তোমার দেহ হতে রক্ত প্রবাহিত হয় সেটাই সর্বোত্তম শহীদ।[১]

অপর হাদিসে স্বৈরাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলাকেও সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيْرٍ جَائِرٍ

অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্বৈরাচারী বা জালিম আমীরের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।[২]

শহীদি মৃত্যু যন্ত্রণাবিহীন।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুর সময় অতটুকু কষ্ট অনুভব করে যতটুকু কষ্ট তোমাদের কাউকে একবার চিমটি কাটলে অনুভূত হয়।[৩]

অল্প কাজে বেশী সাওয়াবের নিশ্চয়তা।

---

[১] সহিহ ইবনে হিব্বান হাঃ ৪৬৩৯; সহিহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব হাঃ ১৩৬৫; সুনানে বায়হাক্বী ২১৬৬৯; হাদিস সহিহ।

[২] সুনানে আবু দাউদ ৪৩৪৪, ইফাবা হাঃ ৪২৯৩; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩২৫৬, ইফাবা হাঃ ৪০১১; হাদিস সহিহ।

[৩] সুনানে তিরমিযি ১৬৬৮, ইফাবা হাঃ ১৬৭৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, ইফাবা হাঃ ২৮০২; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৩১৬৩; হাদিস সহিহ।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ قَالَ أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا

অর্থঃ আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমি বারা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে লৌহবর্মে আবৃত এক ব্যক্তি এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব নাকি ইসলাম গ্রহণ করব? তিনি বললেন, তুমি (প্রথমে) ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর। অতঃপর লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল এবং শাহাদাত বরণ করল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকটি আমল করেছে কম কিন্তু বিনিময় পেয়েছে অনেক।[১]

ডুবে শহীদ হলে দু'শহীদের সাওয়াব।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ أُمِّ حَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ

অর্থঃ উম্মু হারাম (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, সমুদ্রে সফরকারী সৈনিকের নৌযানের ঝাঁকুনিতে বমি হলে তার জন্য একজন শহীদের সাওয়াব রয়েছে এবং সমুদ্রে ডুবে যাওয়া ব্যক্তির জন্য রয়েছে দু'জন শহীদের সাওয়াব।[২]

শহীদদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার।

---

[১] সহিহ বুখারি ২৮০৮, ইফাবা হাঃ ২৬১৩, তৃতীয় সংস্করণ, মার্চ ২০০৩।

[২] সুনানে আবু দাউদ ২৪৯৩, ইফাবা হাঃ ২৪৮৫; হাদিসটি হাসান।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرَبٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَهٗ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ ، وَيُرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهٖ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِهٖ

অর্থঃ মিকদাম ইবনে মা'আদি কারাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহর নিকট শহীদের জন্যে ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে।

১। তার প্রথম রক্তবিন্দু মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।
২। জান্নাতে তার স্থান তাকে দেখানো হবে।
৩। কবরের আযাব থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হবে।
৪। সে কঠিন ভীতিপূর্ণ দিবসে সকল প্রকার ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ থাকবে।
৫। তার মাথায় ইয়াকুত পাথর খচিত মর্যাদার টুপি পরানো হবে যার এক একটি পাথর দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু হতে উত্তম।
৬। ডাগর ডাগর চোখ বিশিষ্ট (সুদর্শনা-সুনয়না) বাহাত্তর জন হুরের সাথে তার বিয়ে দেয়া হবে এবং তার নিকটাত্মীয়দের সত্তর জনের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।[১]

অন্য একটি হাদিসে জান্নাতের মহিলাদের বর্ণনা দিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ .... وَلَوْ أَنَّ إِمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْاَرْضِ ، لَاَضَاءَتْ مَابَيْنَهُمَا ، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا ، وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَأْسِهَا ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

[১] সুনানে তিরমিযি ১৬৬৩, ইফাবা হাঃ ১৬৬৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, ইফাবা হাঃ ২৭৯৯; হাদিস সহিহ।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতের মহিলাদের কেউ পৃথিবীর দিকে একবার উঁকি দিয়ে দেখলে অবশ্যই আকাশ-যমীনের মাঝে অবস্থিত সবকিছু আলোকিত হয়ে যেত এবং দুনিয়ার সমস্ত জায়গা সুগন্ধময় হয়ে যেত। তার মাথার ওড়নাটিও পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম।[১]

শহীদের লাশের উপর মালাইকাদের (ফেরেশতা) ছায়াদান।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جِيْءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قَوْمِي فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقِيْلَ ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ لِمَ تَبْكِي أَوْ لَا تَبْكِي مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا

অর্থঃ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধ শেষে আমার পিতাকে (তার লাশ) রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা অবস্থায় আনা হলো এবং তাঁর সামনে রাখা হল। আমি তার চেহারা খুলতে চাইলাম; আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। এমন সময় তিনি কোন বিলাপকারিনীর বিলাপ ধ্বনি শুনতে পেলেন। বলা হলো, সে 'আমরের কন্যা বা ভগ্নি'। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন; সে কাঁদছে কেন? অথবা বলেছিলেন, সে যেন না কাঁদে। মালাইকারা (ফেরেশতারা) তাকে ডানা দ্বারা ছায়া দান করেছেন।[২]

শাহাদাতের মৃত্যু কামনা।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْلَمْ تُصِبْهُ"

[১] সুনানে তিরমিযি ১৬৫১, ইফাবা হাঃ ১৬৫৭; সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭৫৭; হাদিস সহিহ।

[২] সহিহ বুখারি ২৮১৬, ইফাবা হাঃ ২৬১৮।

অর্থঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে শাহাদাতের আকাঙ্খা করে আল্লাহ তাকে তা (অর্থাৎ তার সাওয়াব) দিয়ে থাকেন, যদিও সে শাহাদাত লাভের সুযোগ না পায়।[১]

অপর একটি হাদিসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ

অর্থঃ সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌঁছে দিবেন যদিও সে নিজ বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করে।[২]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় শহীদ শায়খ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহঃ) বলেছেন, সঠিকভাবে শাহাদাতের কামনা করা তখনি প্রমাণিত হবে যখন এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন:

وَلَوْ أَرَادُوْا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقَاعِدِيْنَ

অর্থঃ আর যদি তারা বের হওয়ার (সত্যিকার) ইচ্ছা করত, তবে কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করলেন, ফলে তিনি তাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, আর বলা হল, তোমরা বসে পড়া লোকদের সাথে বসে থাক।
(সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ৪৬)

শাহাদাত লাভের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা।

قَالَ عُمَرُ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ

---

[১] সহিহ মুসলিম ৪৮২৩, ইফাবা হাঃ ৪৭৭৬, ইসে হাঃ ৪৭৭৭।

[২] সহিহ মুসলিম ৪৮২৪, ইফাবা হাঃ ৪৭৭৭, ইসে হাঃ ৪৭৭৮; সুনানে তিরমিযি ১৬৫৩, ইফাবা হাঃ ১৬৫৯, সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৩১৬৪; সুনানে ইবনু মাজাহ ২৭৯৭।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ! আপনার রসূলের শহরে আমাকে শাহাদাত দান করুন।[১]

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করব:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى شَهَادَةً فِى سَبِيْلِكَ

হে আল্লাহ! আপনার পথে আমাকে শাহাদাত দান করুন।

শহীদ কিয়ামাতের দিন রক্তাক্ত অবস্থায় উঠবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِى سَبِيْلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় রক্ত নির্গত করল "আর আল্লাহই ভাল জানেন কে তাঁর পথে রক্ত নির্গত করে" সে কিয়ামাতের দিন তাজা রক্ত বর্ণে রঞ্জিত অবস্থায় উঠবে, আর তার ঘ্রাণ হবে মিশক আম্বরের ন্যায়।[২]

শহীদদের আত্মা জান্নাতে ভ্রমণ করে বেড়ায়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْوَاحُهُمْ فِى جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِى إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ ...»

---

[১] সহিহ বুখারি, অধ্যায় ৫৬/৩, অধ্যায়ের শিরোনামে হাদিসটি আছে।

[২] সহিহ বুখারি ২৮০৩; ইফাবা হাঃ ২৬০৬; সহিহ মুসলিম ৪৭৫৬, ইফাবা হাঃ ৪৭০৯, ইসে হাঃ ৪৭১০, সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৩১৪৯।

অর্থঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাদের (শহীদদের) আত্মা সবুজ রঙ্গের পাখির পেটের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহর আরশের নীচে ঝুলানো দীপাধারের মধ্যে তাদের বাসা। এরা জান্নাতের সর্বত্র যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করতে পারে। অবশেষে তারা সেই দীপাধারে ফিরে আসে।[১]

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

[১] সহিহ মুসলিম ৪৭৭৯, ইফাবা হাঃ ৪৭৩২, ইসে হাঃ ৪৭৩৩; সুনানে আবু দাউদ ২৫২০, ইফাবা হাঃ ২৫১২।